ইমাম বুখারী (রহ.)

জুযউ রফ্‌ইল ইয়াদায়ন ফিস সালাত

(সালাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন)

[রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা সেভাবেই সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখ]

মূল ঃ শায়খ ইমামুল হুজ্জাহ আবূ ‘আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্‌ আল বুখারী আল-জু‘ফী

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

জুযউ রফ্‌ইল ইয়াদায়ন ফিস সালাত

(সালাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন)

[রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ তোমরা সেভাবেই সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখ]

মূল ঃ শায়খ ইমামুল হুজ্জাহ আবূ 'আবদুল্লাহ্ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ্ আল বুখারী আল-জু'ফী

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

প্রকাশনায়ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

উত্তর বাড্ডা শাখা: হোসেন মার্কেট দ্বিতীয় তলা, চ/৭৪, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা

মোবাইল: 01193-286728

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-90230-3-6

মূল্যঃ ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ: হেরা প্রিন্টার্স. ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

পর্যালোচকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমাদের নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান খারাপি থেকে এবং আমাদের পাপ কাজ থেকে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন সত্য ইলাহ নেই, যাঁর কোন অংশীদার বা শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা এবং বার্তাবাহক। আল্লাহর আশীর্বাদ এবং শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

শুরু করছিঃ

নিশ্চয়, উত্তম বাক্যসমূহের সমষ্টি হল আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম পথ প্রদর্শক হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং সকল বিষয়ের মন্দ বানোয়াট জিনিসগুলো। সকল বানোয়াট জিনিস হল বিদ'আত এবং সকল বিদ'আত হল ভ্রষ্টতা, আর সকল ভ্রষ্টতাই আগুনের মধ্যে (নিয়ে যায়)।

ইসলামে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল সালাত। যখনই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সালাত আদায় করতেন, তিনি তাঁর দু' হাত তাঁর কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন প্রথম তাকবীরের সময়, রুকু'র আগে এবং পরে যা মুতাওয়াতির হাদীস থেকে প্রমাণিত। সাধারণ ভাষায় একে রফ'উল ইয়াদাঈন বলে।

নিম্নবর্ণিত সাহাবীগণ রফ'উল ইয়াদাঈন করার কথা বর্ণনা করেছেনঃ

১। আব্দুল্লাহ বিন উমার --- (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং জুয রফ'উল ইয়াদাঈন)

২। মালিক বিন হুওয়াইরিস --- (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং জুয রফ'উল ইয়াদাঈন)

৩। ওয়ায়িল বিন হুজর --- (মুসলিম এবং জুয)

৪। আবূ হামিদ আস-সাঈদি --- (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং জুয)

৫। আবূ কাতাদাহ --- (জুয)

৬। সাহ্ল বিন সা'দ --- (জুয)

৭। আবূ আসীদ আস-সাঈদি --- (জুয)

৮। মুহাম্মাদ বিন মুসলিমাহ --- (জুয)

৯। আবূ বাকর সিদ্দিক --- (সুনান আল-কুবরা লিল বাইহাকি ৭৩/২)

১০। উমার বিন খাত্তাব --- (আল-খালাফিয়াত লিল বাইহাকি)

১১। আলি বিন আবি তালিব --- (জুয)

১২। আবূ হুরাইরাহ --- (সাহিহ ইবন খুযায়মাহ ৬৯৪, ৬৯৮)

১৩। আবূ মুসা আল-আশ‘আরী --- (আদ-দারাকুতনি ২৯২/১)

১৪। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র --- (সুনান আল-কুবরা, বাইহাকি ৭৩/২)

১৫। জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি --- (সুনান ইবন মাজাঃ ৮৬৮ এবং মুসনাদ আল-সিরাজঃ

১৬। আনাস বিন মালিক --- (মুসনাদ আবূ ইয়ালাঃ ৩৭৯৩, এবং জুয)

ইমাম আসতাখরি, হাফিয সূয়ুতি, আশরাফ আলি থানবী দেওবন্দি এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, প্রত্যেক হাদীস যা অন্তত ১০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন তা মুতাওয়াতির (দেখুনঃ তাদরীব আর-রাউই ১৭৭/২ কাতাফ আল-আযহার আল-মুতনাথিরাহ পৃষ্ঠাঃ ২১, বাওয়াদের আল-নাওয়াদের পৃষ্ঠাঃ ১৩৬)

আল-কাতানি, ইবনুল-জাওযি, ইবনু হাজার, যিকরিইয়া আল-আনসারি, আল-যুবাইদি এবং অন্যান্যরা রফ‘উল ইয়াদাঈনকে মুতাওয়াতির বলেছেন। (নূরুল আইনান পৃষ্ঠাঃ ৮৯, ৯০)

সালাতে রফ‘উল ইয়াদাঈন’র বিষয়ে অসংখ্য আলেম বই এবং প্রবন্ধ লিখেছেন, যেমনঃ

১। মুহাম্মাদ বিন নাসর আল-মারউয়াজি’র বই, “কিতাব রফ‘উল ইয়াদাঈন”।

২। আবূ বাকর আল-বাযযার।

৩। আবূ নাঈম আল-আসবাহানি, “কিতাব রফ‘উল ইয়াদাঈন ফি সালাহ”।

৪। তাকিউদ-দীন আস-সুবকি, রফ‘উল ইয়াদাঈন’র বিষয়ে তিনি একটি রিসালাহ লিখেছেন।

৫। ইবন আল-কায়্যিম।

কিতাবগুলোর মধ্যে সব থেকে প্রসিদ্ধ হল ইমাম বুখারীর এই বইটি, “জুয রফ‘উল ইয়াদাঈন”।

এই “নুসখা”র বর্ণনাকারীগণ :

১। হাফিয ইবন হাজর আল-আসকালানি আশ্‌-শাফি‘ঈ, আল-ইমাম, আল-আল্লামা, আল-হাফিয, যিনি তাঁর যুগে ছিলেন অতুলনীয়, সেই যুগের গৌরব, বাকিইয়াতুল হুফফায, ইলম আল-আইম্মাতুল আ'লাম, মুহাককিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হাফিযদের সিলমোহর। (লাখত আল-আলহায, ইবন ফাহদ আল-হাশমি আল-মাক্কি, পৃষ্ঠাঃ ৩২৬)

তিনি ৭৭৩ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন এবং ৮৫২ হিজরিতে মারা যান। তিনি এই বিখ্যাত কিতাবগুলোর গ্রন্থকারঃ তাহযিব আত-তাহযিব, তাকরিব আত-তাহযীব, লিসান আল-মিযান, ফাতহুল বারি, তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন এবং তাগলীক আল-তালিক ইত্যাদি। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ সারির সিকাহ এবং মুত্তাকী আলেমদের মধ্যে একজন।

অল্প করে উল্লেখ করছি এখানে যেঃ

কোন আলেমের নামের সাথে "হাম্বালী", "মালিকি", "শাফিঈ", "হানাফী" এ সব উপাধি থাকা মানে এ নয় যে, তারা এই আলেমদের মুকাল্লিদীন। যাদের "শাফিঈ" বলা হয় এমন বহু আলেমদের থেকে বর্ণিত যেঃ "আমরা ইমাম শাফিঈর মুকাল্লিদীন নই, বরং আমাদের মত তাঁর সাথে মিলে যায় শুধু মাত্র।" (তাকরিরাত আল-রাফাল, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠা ১১, আল-তাহির ওয়াল তাকরির, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৩, এবং আল-নাফি আল-কাবির পৃষ্ঠাঃ ৭)

এটা সকলেরই জানা আছে যে তাকলীদ হল দলীলবিহীন। দেওবন্দীদের বিশ্বাসযোগ্য একটি কিতাবে আছে যেঃ

"আত-তাকলীদ (সংজ্ঞা)- চিন্তা অথবা দলিল ছাড়া কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ অথবা অনুকরণ করা।" (আল-কামুস আল-ওয়াহীদ, পৃষ্ঠাঃ ১৩৪৬)

"কাল্লিদু ফুলানানঃ তাকলীদ করা, দলিল ছাড়া অনুসরণ করা, অন্ধ অনুকরণ করা, অনুকরণ করা। যেমনঃ (কাল্লিদ আল-কারদ আল-লিসান) একটি বানর একটি মানুষের তাকলীদ করল।" (একই বই, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৬)

আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন ঃ "তাকলীদ হল দলিল ছাড়া একজন উম্মতকে গ্রহণ করে নেয়া।" (মালফুযাত হাকীম আল-উম্মাত, খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৫৯)

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই হল তাকলীদ যার নিন্দা করেছেন হাফিয ইবনে হাজর, তাই এখানে কোন প্রশ্নই উঠে না যে তিনি ইমাম শাফিঈর মুকাল্লিদ ছিলেন। তিনি অনেক ব্যাপারেই ইমাম শাফিঈর বিপরীত বলেছেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ "ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়াহইয়া আল-আসলামা"কে সিকাহ (সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য) মনে করতেন অথচ হাফিয ইবনে হাজার তাঁর "তাকরীব আত-তাহযীব" কিতাবে তাকে "মাতরূক" (প্রত্যাখ্যাত) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হলেন "হাফিয আবূ আল-ফাযাল আল-ইরাকি" জন্ম ৭২৫ হিজরি এবং মৃত্যু ৮০৬ হিজরি। তিনি বেশ কিছু উপকারী বই এর সংকলক, যেমনঃ "আল-আলফিয়া ফি মুস্তালাহ আল-হাদীস", "আল-তানকীদ

ওয়াল আইযাহ শারহ মুকাদ্দিমাহ ইবন আস-সালাহ” এবং “আল-মুগনি আন হামাল আল-আসফার ফিল আসফার” ইত্যাদি।

হাফিয ইবন ফাহ্‌দ তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ “আল-ইমাম, অনন্য আল্লামা, আল-হুজ্জা, আল-হাবার আল-নাকিব, উমদাহ সৃষ্টি, হাফিয আল-ইসলাম, তাঁর সময়ে অনন্য, তাঁর যুগের একমাত্র অসম্ভব স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং তাঁর সময়ের গুরু।” (লাহয আল-আলহায, পৃষ্ঠা ২২০)

৩। হাফিয নূর উদ-দীন আল-হাইথামি, জন্ম ৭৩৫ হিজরি এবং মৃত্যু ৮০৭ হিজরী। তাঁর সংকলিত বইগুলোর নাম হলঃ মাযমা আয-যাওয়ায়িদ, মাওয়ারিদ উয্-যামান এবং কাসফ আল-আসতার ইত্যাদি।

হাফিয ইবন হাজর তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ

“তিনি ভালো, শান্তশিষ্ট, বিখ্যাত, সুস্থ চরিত্রের অধিকারী (সালিম ফিতরাহ), খারাপ কিছু নিষেধ করার ব্যাপারে অনেক কঠোর, কখনও কিয়ামুল লায়ল ত্যাগ করেন না।” [তাবাকাত আল-হুফফায লিল যাহাবি]

৪। সায়্যিদা হাফিযাহ উম্ম মুহাম্মাদ সাত আল-আরাব বিনত মুহাম্মাদ। মৃত্যু ৭৬৭ হিজরী। হাফিয ইবনু হাজার তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ

তাঁর নিকট ছোট বড় অনেক হাদীসের কিতাব ছিল। তিনি সেগুলো থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি অনেক দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তাঁর থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন আমাদের শাইখ আল-ইরাকী (আদ-দুরারুল কামিনাহ ২/১২৭)। আর তিনি ছিলেন সৎকর্মশীল ও ইবাদতগুজার মহিলা মুহাদ্দিস।

৫। ইমাম ফাখর উদ-দীন ইবন আল-বুখারী, জন্ম ৫৯৫ হিজরি এবং মৃত্যু ৬৯০ হিজরী।

হাফিয যাহাবি তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ তিনি ছিলেন ফকীহ, আলিম, সাহিত্যিক, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, বড় পরহেযগার এবং মুহাদ্দিসগণের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

৬। আল-শাইখ উমার বিন মুহাম্মাদ বিন তাবারযাদ, জন্ম ৫১৬ হিজরি, মৃত্যু ৬০৭ হিজরি। কিছু মানুষ তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন তার দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর অলসতার কারণে, কিন্তু হাফিয ইবনু নুকতাহ বলেনঃ

তিনি প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেন, তার হাদীস শ্রবণযোগ্য এবং হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী। (আল-তানকীদ লিমা'রিফাত রাওয়াত আল-সুনান ওয়াল মাসানিদ, পৃষ্ঠা ৩৯৭)

৭। আল-শাইখ আহমাদ বিন আল-হাসান বিন আল-বানা, জন্ম ৪৪৫ হিজরি, মৃত্যু ৫২৭ হিজরি।

হাফিয ইবন আল-জাওযি তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি বিশ্বস্ত। [আল-মুন্ত যাম ফি তারিখ আল-মালুক ওয়াল্কমান ২৭৮/১৭]

৮। আল-শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন হাসনুন আল-নারসি, জন্ম ৩৬৭ হিজরি, মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী।

তাঁর সম্পর্কে হাফিয খাতীব আল-বাগদাদী বলেনঃ

আমরা তাঁর থেকে হাদীস লিখতাম। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য। তিনি ছিলেন কুরআন এবং উত্তম আকীদার অনুসারী। (তারিখ বাগদাদ ৩৫৬/১)

৯। আল-শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুসা আল-মালাহমি। জন্ম ৩১২ হিজরি এবং মৃত্যু ৩৯৫ হিজরি। হাফিয যাহাবি বলেনঃ

তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, হাদীস মুখস্তে ও অনুধাবনে ছিলেন পারদর্শী। (আল-আবার ফি খাবার মিন গাবার ১৮৭/২)

১০। মাহমুদ বিন ইসহাক আল-খাযা'ঈ, মৃত্যু ৩৩২ হিজরি। তাঁর তিন ছাত্রঃ

ক) আল-মালাহমি।

খ) আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হুসাইন আল-রাযী।

গ) আহমাদ বিন আলী বিন উমার আল-সুলাইমানী।

হাফিয ইবন হাজর তাঁর বর্ণনাকৃত একটি হাদীস হাসান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [আল-মাওয়াফিকাহ আল-খাবার আল-খাবরাফি তাখরীজ আহাদীস আল-মুখতাসির ৪১৭/১]

হাফিয ইবন হাজার, মাহমুদ বিন ইসহাককে সিককাহ এবং হাসানুল হাদীস বলেছেন। এটা মনে রাখতে হবে যে তাকে কেউ মাজহুল বলেননি। ১৪ এবং ১৫ শতাব্দীর কিছু মিথ্যাবাদী তাকে মাঝহুল বলে যে অপবাদ দিয়েছে সেটি প্রত্যাখ্যাত।

১১। শাইখুল-ইসলাম, আল-ইমাম আল-ফাকীহ, আল-মুজতাহিদ, আল-মুহাদ্দিস, আবূ আব্দুল্লাহ আল-বুখারী, জন্ম ১৯৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২৫৬ হিজরী। তিনি কিছু বিখ্যাত কিতাব এর সংকলক যেমনঃ সহীহ বুখারী, আল-তারিখ আল-কাবীর, কিতাবুয-যু'আফা, ইত্যাদি। তাঁর ব্যাপারে সকল আলেমের মত হল ঃ

তিনি হচ্ছেন- হাদীস বিষয়ে মু'মিন সম্রাট। পূর্ববর্তী ও বর্তমানকালের মুহাদ্দিসগণের শিরোমণি, হাদীসের হাফিযদের উস্তাজ। পূর্ব ও পশ্চিমের সকল আলিম তার পরহেযগারী, আমানতদারী, মুখস্তশক্তি ও সংরক্ষণ শক্তির ব্যাপারে সকলে একমত।

তাঁর ছাত্রের ছাত্র, হাফিয ইবন হিব্বান বলেনঃ

তিনি ছিলেন ঐসব ব্যক্তিত্ব থেকে উত্তম যারা হাদীস একত্রিত করতেন, কিতাব সংকলন করতেন, এর জন্য দেশভ্রমন করতেন এবং হাদীস মুখস্ত

করতেন। ইতিহাসের জ্ঞানের সাথে সাথে তিনি অনেক হাদীস ও আসার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি গোপনীয় আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন।

ইমাম আবূ ঈসা আত্‌ তিরমিযী বলেনঃ আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল চেয়ে হাদীসের দোষত্রুটির অন্বেষণ, ইতিহাস এবং হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে অধিক জ্ঞানবান ব্যক্তি ইরাক ও খুরাসানে আর কাউকে দেখিনি।

তাহকীক এর ব্যাখ্যা:

১। সংকলক নুসখা যাহিরিয়াকে আসল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ এটি হল সবচেয়ে সহীহ এবং প্রমাণিত নুসখা। ইবন আল-সালাহ অনুলিপি করার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেছেনঃ

আর যে ভুলভাবে করি করে সে আসল নুসখার কপিকারী হতে পারে না। বরং আসল কপিকারী হবেন তিনি যিনি সঠিকভাবে কপি করেন এবং ভুল করে খুবই কম। (উলুম উল-হাদীস/মুকাদ্দিমাহ ইবন আস-সালাহ পৃষ্ঠাঃ ৩০৩)

২। কিছু বাক্য সংশোধন করা হয়েছে অন্য নুসখা থেকে।

৩। সকল হাদীস বিন্যাস করা হয়েছে শক্তিশালী ও দুর্বলতার ভিত্তিতে।

৪। হাদীসগুলোর সংক্ষিপ্ত তাখরীজও করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

المقدمة

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ভূমিকা

শাইখ, ইমাম, হাফিয, সরদার, বাকীয়াতুস সালাফ যঈনুদ্দীন আবুল ফিদা আবদুর রহীম বিন আল হুসাইন ইবনু আল ইরাক্বী এবং শাইখ, ইমাম, হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবূ বকর আল হাইসামী আমার পাঠ শুনছেন। তারা উভয়ে বলেন, শাইখা, সালিহা উম্মু মুহাম্মাদ আল আরাব মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহিদ বিন আল বুখারী তনয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার দাদা আশ শাইখ ফখরুদ্দীন ইবনু আল বুখারী আমাদের বর্ণনা করেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, যখন এ গ্রন্থটি তাকে পাঠ করে শোনানো হয়। তিনি তাকে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত করার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, আবূ হাফস উমার বিন মুহাম্মাদ বিন মা'মার আত তাবারযাদ আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি পাঠ শুনে বলেছেন যে, আবূ গালিব আহমাদ বিন আল হাসান বিন আল বানা আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ নাসর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুসা আল মালাহিমী আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ ইসহাক মাহমূদ বিন ইসহাক বিন মাহমুদ আল খাযাঈ আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল বুখারী আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যিনি (ইমাম নাখয়ী) সালাতে রুকু'তে ও রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় রফ্‌উল ইয়াদায়ন বা হস্ত উত্তোলন করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন তার ব্যাপারে এটি (বইটি) একটি প্রতি উত্তর। তিনি অকারণে কিছু অনারবের নিকট এই মাসআলাটিকে অস্পষ্ট রেখে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ এটি এমন একটি বিষয় যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্ম দ্বারাও সুপ্রমাণিত। বেশ কিছু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, বেশ কিছু সাহাবী ও তাবেঈর এর উপর আমলের প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁরা অনুসরণ করেছেন ঐ সকল বর্ণনার যা অতি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী কর্তৃক নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন ও তাদের ব্যাপারে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করুন। এই অস্বীকারকারী ব্যক্তি অন্তরে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে রাসূলের সুন্নাহ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন এবং সুন্নাহর অনুসারীদের সঙ্গে অহমিকা প্রকাশ করেছেন। কেননা, বিদআত তার শরীরের মাংসে, অস্থিমজ্জায়, মস্তিষ্কে মিশ্রিত

হয়ে গেছে। তার এ অস্বীকার করার কারণ হলো, তিনি তার মজলিসে অনারবদের জনসমাগম দেখে ধোঁকায় পড়ে গেছেন।

নাবী (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সবসময় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অসম্মান করতে চায় ও বিরোধিতা করে তারা এগুলো দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সমস্ত সুন্নাতের মধ্যে যেগুলো মৃতপ্রায় সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে একটি দল সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। যদিও সত্যিকারের আন্তরিকতা, উৎসাহ, খালেস নিয়ত থাকার পরেও এর মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি রয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন হচ্ছে উত্তম জীবনাদর্শ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কৃত আমল সৃষ্টিকুলের জন্য করা মুবাহ (করলে করা যেতে পারে না করলে দোষ নেই এমন) নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বর্ণিত আদেশ ও নিষেধগুলোকে কঠোরভাবে পালনের নির্দেশনা এসেছে। যার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে প্রদান করেছেন। রাসূলের আনুগত্য তাদের উপর ফরয ও তাঁর অনুসরণ অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। ....

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} (٧) سورة الحشر

রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর।" (সুরা আল হাশর : ৭)

তিনি আরও বলেন,

{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٨٠) سورة النساء

"যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সূরা আন নিসা: ৮০)

আল্লাহ তাআলার বাণী :

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (٦٥) سورة النساء

সুতরাং তোমার রব্বের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে বিবদমান বিষয়ে তোমাকে বিচার ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ না করে, অতঃপর তারা তাদের অন্তরসমূহে তোমার বিচারের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না রাখে আর তারা তাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।" (সূরা আন নিসা : ৬৫)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হাদীস নং ১

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ " .

ইসমাঈল বিন আবূ উয়াইস আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ মূসা থেকে, তিনি উকবাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল ফযল আল হাশেমী থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন হুরমুজ আল আরাজ থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ বিন আবূ রাফি থেকে, তিনি আলী বিন আবূ ত্বালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন–

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সলাতের (তাকবীরে তাহরিমার) জন্য তাকবীর বলতেন, তখন কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠাতেন, যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা পোষণ করতেন আর যখন রুকু' থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও (ঐরূপ করতেন)। আর যখন দু'রাকআত শেষে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) উঠতেন তখনও অনুরূপ করতেন।[১]

---

১. এটি উত্তম (হাসান) সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদ আহমাদ ৯১/১), ইমাম তিরমিযী (৩৪২৩) একে হাসান সহীহ বলেছেন, ইবনু খুযাইমাহ (৫৮৪), ইবনু হিব্বান (উমদাতুল কারী ২৭৭/৫) উভয়ে তাদের সহীহাইনে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও অন্যরা এটিকে সহীহ (নির্ভরযোগ্য) বলে মত দিয়েছেন। এর বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ বিশ্বস্ত (সিক্বাহ) ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম ব্যক্তি। ইমাম যাহাবী বলেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি খর্ব হওয়ার পূর্বের বর্ণনাগুলো হাসান। (দেখুন সিয়ারে আলামুন নুবালা ৮ম খণ্ড, ১৬৮, ৭০ পৃষ্ঠা)। ইবনুল মাদীনী একে শক্তিশালী (কাউয়ি) বলে মত পোষণ করেছেন। এ বর্ণনাটি

قَالَ الْبُخَارِيُّ:

وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ " . مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ الْبَدْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَدْرِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ خَادِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ، وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ الأَنْصَارِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ

আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ এর স্মৃতিশক্তি খর্ব হওয়ার পূর্বেকার। (নূরুল আইনাইন : ৮৩, ৮৪ পৃষ্ঠা)। :

নোট ১ : আমার নিকট উভয় লিপির মধ্যে আখবারানা ইসমাঈল বিন আবূ উয়াইস বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কোন কোন নুসখায় ভুলে আবূ উয়াইসের স্থলে আবূ ইউনুস মুদ্রিত হয়েছে যা ভুল।

নোট ২ : এই হাসান হাদীস থেকে আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে, একই হাদীস বিভিন্ন সনদে এসেছে। যেখানে কোন কোনটিতে কামা মিনাস সাজদাতাইন লেখা আছে। মূলত মিনাস সাজদাতাইন দ্বারা দু রাকআত উদ্দেশ্য। এটি ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনের মত। আরবী অভিধানেও (সাজদাতাইনের অর্থ) দু'রাকআত নেয়া হয়েছে।

নোট ৩ : মুহাদ্দিসীনগণের নিকট রফউল ইয়াদায়ন না করার প্রমাণ আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত নয়। ইমাম দারাকুতনীর আল ইলাল গ্রন্থে যে হাদীসটি বিদ্যমান তা মুনকাতি' (ছিন্নসূত্রে) হিসেবে বর্ণিত। মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শাইবানীর বর্ণনাসূত্রটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, মুহাদ্দিসগণ তাঁর সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মুঈন তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছেন। (লিসানুল মীযান ৫ম খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠা, কিতাবুয যু'আফা লি উকাইলী ৪র্থ খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা, তারীখু বাগদাদ ৫ম খণ্ড ৪২০৩১) তার বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারটি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রমাণিত হয়নি।

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . وَقَالَ الْحَسَنُ، وَحُمَيْدُ بْـنُ هِـلالٍ : " كَانَ أَصْـحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ " . فَلَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّـبِيِّ ﷺ دُونَ أَحَدٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ " . وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَا وَصَفْنَا . وَكَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةَ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، الْعِرَاقِ، وَالـشَّامِ، وَالْبَصْرَةِ، وَالْيَمَنِ وَعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَطَاوُسٌ، وَمَكْحُولٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، وَنَافِعٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْـنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَعِدَّةٌ كَثِيرَةٌ . وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ : " أَنَّهَا كَانَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا "، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَكَذَلِكَ عَامَّةُ أَصْحَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَدِّثِي أَهْلِ بُخَارَى مِنْهُمْ عِيسَى بْنُ مُـوسَى، وَكَعْبُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، وَعِدَّةٌ مِمَّا لا يُحْصَى لاخْتِلافِ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُثْبِتُونَ عَامَّةَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ، وَيَرَوْنَهَـا حَقًّـا، وَهَؤُلاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ . وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

ইমাম বুখারী বলেন, এভাবে নাবী (ﷺ)-এর ১৭ জন সাহাবী থেকে হাদীস বিবৃত হয়েছে যারা রুকুর সময় রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন। তারা হলেন, (১) আবূ কাতাদাহ আল আনসারী, (২) আবূ উসাইদ আস সায়িদী

আল বাদরী, (৩) মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল বাদরী, (৪) সাহল বিন সা'দ আস সায়িদী, (৫) আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব, (৬) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব আল হাশিমী, (৭) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খাদেম আনাস বিন মালিক, (৮) আবূ হুরাইরাহ আদ দাওসী, (৯) আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (১০) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওয়াম আল কুরাইশী (১১) ওয়ায়িল বিন হুজর আল হাযরামী, (১২) মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস, (১৩) আবূ মূসা আল আশ'আরী (১৪) আবূ হুমাইদ আস সায়িদী আল আনসারী, (১৫) উমার ইবনুল খাত্তাব, (১৬) আলী বিন আবূ ত্বালিব, (১৭) উম্মুদ দারদা রাযীআল্লাহু তা'আলা আনহুম।

আল হাসান ও হুমাইদ বিন হিলাল বলেন, আল্লাহর রসূল এর সাহাবীগণ (সালাতে) তাদের দু'হাত উত্তোলন (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন।

আল্লাহর নাবীর কোন সাহাবীর সঙ্গে কোন সাহাবী পার্থক্য করেননি, আলিমগণের নিকট কোন একজন সাহাবী থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে, নাবী (ﷺ) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন না।

উপরোক্ত বিষয়টি নাবী (ﷺ)-এর বহু সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে মক্কার বেশ কিছু আলিমের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। হিজায তথা মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, বসরা, ইয়ামান ও খোরাসানের অধিবাসীদের নিকট থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে : সাঈদ বিন যুবায়র, আত্বা বিন আবূ রাবাহ, মুজাহিদ, আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ, সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব, উমার ইবন আবদুল আযীয, আন নূ'মান বিন আবূ আইয়্যাশ, আল হাসান, ইবনু সিরীন, ত্বাউস, মাকহূল, আবদুল্লাহ বিন দীনার, নাফি', উবাইদুল্লাহ বিন উমার, আল হাসান বিন মুসলিম, কাইস বিন সা'দসহ বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। ঠিক তেমনি উম্মুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সালাতে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। অনুরূপভাবে তার শিষ্যগণও, যেমন আলী ইবনুল হাসান, আবদুল্লাহ বিন উসমান, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, বুখারার অধিবাসী মুহাদ্দিসগণও এরূপ করতেন, তন্মধ্যে ঈসা বিন মূসা, কা'ব বিন সাঈদ, মুহাম্মাদ বিন সালাম, আবদুল্লাহ

বিন মুহাম্মাদ আল মুসনাদী অন্যতম। এরকম অগণিত সংখ্যক বিদ্বান রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন। আমাদের উপরোল্লিখিত পণ্ডিতদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন প্রকার মতানৈক্য ছিল না।

আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র, আলী বিন আবদুল্লাহ, ইয়াহইয়া বিন মুঈন, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন ইবরাহীম প্রত্যেকেই এ সকল (রফ্উল ইয়াদায়ন করার) হাদীস আল্লাহর রাসূল থেকে প্রমাণ করেছেন। এ সমস্ত বিদ্বানগণই তাদের যুগের বড় মাপের বিদ্বান হিসেবে পরিগণিত হতেন।

ঠিক তেমনিভাবেই আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও (এ বিষয়ে) হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস নং ২

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " . قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَكَانَ أَعْلَمَ زَمَانِهِ : رَفْعُ الأَيْدِي حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيه .

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের খবর দিয়েছেন যে, সুফইয়ান আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যুহরি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, সালেম বিন আব্দুল্লাহ হতে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে (সালাতে) দু'হাত উত্তোলন করতে দেখেছি যখন তিনি (তাকবীরে তাহরিমার জন্য) তাকবীর বলতেন, যখন রুকূ' করতেন ও যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন। কিন্তু তিনি দু' সাজদাহর মাঝে এমনটি করতেন না।

আলী বিন আবদুল্লাহ- যিনি তৎকালীন সময়ে বড় বিদ্বান ছিলেন, তিনি বলেন, যুহরী সালেম হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রফ্উল ইয়াদায়ন প্রতিটি মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য বিষয়।[২]

---

২. হাদীসটি মারফূ'। এই বর্ণনাটি অক্ষরে অক্ষরে নির্ভরযোগ্য। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। ইমাম ইবনু আবদুল বার বলেন, এই

হাদীস নং ৩

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا كَيْفَ ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلا أَكْثَرَنَا لَهُ اتِّبَاعًا، قَالَ : بَلْ رَاقَبْتُهُ، قَالُوا : فَاذْكُرْ ، قَالَ : كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ " .

মুসাদ্দাদ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি আবদুল হামীদ বিন জা'ফর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর দশজন সাহাবীসহ আবূ হামিদের নিকট ছিলাম, আবূ কাতাদা বিন রিবঈ তাঁদেরই একজন, তিনি বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের সালাত বিষয়ে বেশি জানি। তারা বললেন, কী রকম? আল্লাহর কসম! তুমিতো আমাদের চেয়ে বেশি সাহচর্য লাভ করনি। আর অনুসরণে আমাদের চেয়ে বেশি অগ্রগামীও ছিলেন না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি তাঁকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতাম। তারা বলল, তার বর্ণনা দাও। তিনি বললেন, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তাঁর দু'হাত উঠাতেন, যখন রুকূতে যেতেন ও রুকূ' থেকে মাথা

হাদীসটির ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিসের কোন সমালোচনা নেই। (আল ইসতিযকার)। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আলী বিন আবদুল্লাহ আল মাদীনী হচ্ছেন আহলুস সুন্নাহর একজন উঁচু পর্যায়ের ইমাম। তাকে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তার সমসাময়িক কালের কতিপয় মিথ্যাবাদী তাকে শিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করছে, যা অবশ্যই সত্য নয়। ইমাম হাফিয আযযাহাবী তার মিযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাকে এ অপবাদ থেকে রক্ষা করে বলেছেন তার ব্যাপারে যত সমালোচনা আছে সবই মারদূদ (পরিত্যাজ্য)। আল হামদুলিল্লাহ।

উঠাতেন, আর যখন তিনি দু'রাকআত শেষে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ করতেন।[৩]

سَأَلْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَعَرَفَهُ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ ، قَالَ : " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ " . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ : صَدَقْتَ .

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি আবূ আসিমকে আবদুল হামীদ বিন জাফরের হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি এর স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

আমার নিকট আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আবূ আসিম থেকে, তিনি আবদুল হামীদ বিন জা'ফর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর দশজন সাহাবী সহ আবূ হামিদের নিকট ছিলাম, আবূ কাতাদা বিন রিবঈ তাঁদেরই একজন, তিনি বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের সালাত বিষয়ে বেশি জানি। অতঃপর তিনি পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করলেন। তাদের সকলেই বলল, তুমি ঠিক বলেছ।

---

৩. হাদীসটি সহীহ ও মারফূ'। ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান, ইবনুল জারুদ, তিরমিযী ও ইবনু তাইমিয়্যা একে সহীহ বলেছেন। আবদুল হামীদ বিন জা'ফর হচ্ছেন সহীহ মুসলিমের রাবী। জমহুর মুহাদ্দিসীনের নিকট তিনি সিকা ও সুদৃঢ় হিসেবে পরিগণিত। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইমাম যইলয়ীও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

নোট : কেউ কেউ অনুরূপ একটি হাদীস আবদুল হামীদ আস সাঈদী থেকে সহীহ বুখারীর বরাতে রফউল ইয়াদায়ন না করার প্রমাণে বর্ণনা করে থাকেন। যেখানে রফউল ইয়াদায়নের কথা উল্লেখ নেই। এর সহজ উত্তর হচ্ছে কোন কিছু উল্লেখ না থাকাটা সেটি নিষিদ্ধের দলীল হিসেবে প্রতীয়মান হয় না। হাদীসের সমালোচনা করে সহীহ বুখারীর যে হাদীসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে একথা লেখা নেই যে, রফউল ইয়াদায়ন ঠিক নয়।

হাদীস নং ৪

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، " قَامَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ " .

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আমাদেরকে খবর দিয়েছেন। তিনি আবদুল মালিক বিন আমর থেকে, তিনি ফুলাইহ বিন সুলাইমান থেকে, তিনি আব্বাস বিন সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (রাবীত্রয়) একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহর সালাতের বর্ণনা দিলেন। অতঃপর আবূ হুমাইদ বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত সম্পর্কে বেশি জানি। তিনি (সালাতের জন্য) দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলতেন, তখন তাঁর দু' হাত উঠাতেন, এরপর যখন তিনি রুকু'র জন্য আল্লাহু আকবার বলতেন তখন দু'হাত উঠাতেন, এরপর তিনি (যখন) রুকূ' করতেন, তখন তার দু'হাত তাঁর দু'হাঁটুর উপর স্থাপন করতেন।[8]

হাদীস নং ৫

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ بِالسُّوقِ مَعَ أَبِي قَتَادَةَ ، وَأَبِي أُسَيْدٍ ، وَأَبِي حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ : " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ

---

৪. এ হাদীসটি মারফূ' ও হাসান। ইবনু খুযাইমা ৫৮৯, ৬০৮, ৬৩৭, ৬৪০, ৬৮৯, ইবনু হিব্বান ৪৯৪, তিরমিযী ২৬০ সকলেই একে সহীহ বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আয যাহলী বলেন, যে ব্যক্তি এ হাদীস জানার পর রুকূ'র পূর্বে ও পরে রফউল ইয়াদায়ন করবে না, তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ।

اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا لأَحَدِهِمْ : صَلِّ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ، فَقَالُوا : أَصَبْتَ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ " .

উবাইদ বিন ইয়াঈশ ইউনুস বিন বুকাইর থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু ইসহাক আল আব্বাস আসসাঈদী থেকে আমাদেরকে খবর দিচ্ছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ কাতাদা, আবূ উসাইদ ও আবূ হুমাইদ এর সঙ্গে বাজারে অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় তারা সকলেই বলল, "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। তখন তাদের একজন (আবূ উসাইদকে) বললেন, তুমি সালাত আদায় কর। তখন তিনি তাকবীর দিয়ে কিরাআত পাঠ করলেন, এরপর পুনরায় তাকবীর দিয়ে দু'হাত উঠালেন, এরপর তারা (তিনজন) বললেন, তুমি সঠিকভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত আদায় করেছ।[৫]

হাদীস নং ৬

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالا : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " .

আবুল ওয়ালীদ হিশাম বিন আবদুল মালিক ও সুলাইমান বিন হারব উভয়ে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে শু'বাহ কাতাদা থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি নাসর বিন আসিম থেকে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস থেকে

---

৫. এ বর্ণনাটি হাসান। ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, কিন্তু সহীহ ইবনু খুযাইমাতে তার শ্রবণের ব্যাপারটিকে বলিষ্ঠ করা হয়েছে।
নোট: এটি যে কপি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, সেই জুযউ রফইল ইয়াদায়নের যহিরিয়্যা নুসখা (কপি) টিতে আবূ ইসহাককে সহীহ ইবনু খুযাইমার বরাতে বিশ্বস্ত হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জুযউ রফইল ইয়াদায়নের ভারতীয় কপিতে আবূ ইসহাক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বিশুদ্ধ নন।

বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকবীর (তাহরীমা) দিয়ে দু'হাত উঠাতেন, আর যখন রুকূ' করতেন ও রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন।[৬]

হাদীস নং ৭

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাউশাব আবদুল ওয়াহহাব থেকে, তিনি হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন রুকূ' করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাত উঠাতেন।[৭]

---

৬. হাদীসটি মারফূ' ও এর সনদ সহীহ। ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ এর মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। দেখুন হাদীস নং ৬৬।
এটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের প্রামাণ্য দলীল যে, আবূ কিলাবা (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী) মালিক বিন হুওয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর রুকূ'র পূর্বে ও পরে রফউল ইয়াদায়ন করতে দেখেছেন। আবূ কিলাবার উপর নাবিয়্যাতের যে অভিযোগ, আর নাসর বিন আসিমের খারেজি হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য। মালিক বিন হুওয়াইরিস থেকে এমন কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ ভিত্তিক বর্ণনা নেই যে, তিনি সাজদাহতে রফউল ইয়াদায়ন করেছেন। সুনান নাসাঈর বর্ণনাটি কাতাদার তাদলীসের কারণে যঈফ। কাতাদাহ শু'বা থেকে বর্ণনা করেন নি বরং সাঈদ বিন আরূবা থেকে বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ ৬৭২)

৭. হাদীসটি মারফূ'। এর সনদটি হুমাইদ আত তাওয়ীল এর তাদলীসের কারণে দুর্বল। আর তিনি হুমাইদ আত তাওয়ীল তাদলীসের জন্য প্রসিদ্ধ। মুসনাদে আবূ ইয়ালায় এ হাদীসটি নিম্নবর্ণিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে। "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি সালাত (শুরুর) তাকবীর বলার সময়, রুকূ'র পূর্বে ও পরে রফউল ইয়াদায়ন করেছেন। এ হাদীসটি অন্য হাদীস দ্বারা দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আবূ হুমাইদের হাদীসটি মতনের দিক থেকে শাহেদ হিসেবে বিশুদ্ধ। আল হামদু লিল্লাহ।

হাদীস নং ৮

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ، وَكَبَّرَ "

ইসমাঈল বিন আবূ উওয়াইস ইবনু আবূয যিনাদ থেকে, তিনি মূসা বিন উকবাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল ফযল থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল আরাজ থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ বিন আবূ রাফি' থেকে, তিনি আলী বিন আবূ ত্বলিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফারয সালাত (আদায়ের) উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহ আকবার বলতেন ও তাঁর দু হাত দু'কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এরপর যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছাপোষণ করতেন, তখনও তিনি তা করতেন, এরপর যখন তিনি রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ করতেন, তিনি তাঁর সালাতে বসাবস্থায় (হাত) উঠাতেন না, আর যখন দু'সাজদা (রাকাআত) শেষ করে দাঁড়াতেন তখনও ঐভাবে দু'হাত উঠাতেন আর তাকবীর দিতেন।[৮]

আবদুল ওয়াহহাব আস সাকাফীকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ বিশ্বস্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি একাই বর্ণনা করেছেন, তথাপিও তার হাদীস সহীহ অথবা হাসান বলে বিবেচিত।

৮. হাদীসটি মারফূ' ও হাসান।

হাদীস নং ৯

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَبَّرَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ الرُّكُوعِ "

আবূ নুআঈম আল ফযল বিন দুকাইন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, কায়স বিন সুলাইম আল আম্বারী আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি আলকামা বিন ওয়ায়িল বিন হুজরকে বর্ণনা করতে শুনেছি, আমার পিতা (ওয়ায়িল বিন হুজর) আমাকে বলেছেন, আমি নাবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর দিতেন ও দু'হাত উঠাতেন। অতঃপর তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন ও রুকূর পরেও দু'হাত উঠাতেন।[৯]

ইমাম বুখারী বলেন, আবূ বকর আন নাহশী আসিম বিন কুলাইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রথম তাকবীরে (তাহরীমায়) দু'হাত উঠাতেন, এরপর আর এর পুনরাবৃত্তি করতেন না।[১০] উবাইদুল্লাহর (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করার) হাদীস অধিক বিশুদ্ধ। কুলাইবের অত্র হাদীসে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করার কথা স্মরণ ছিল না, আর উবাইদুল্লাহর (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করার) হাদীসটি হচ্ছে শাহেদ (সাক্ষ্য প্রদানকারী)। যখন দু'ব্যক্তি একজন মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন,

---

৯. এর সনদ সহীহ। ইমাম নাসাঈও কায়স বিন সালীম থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১০. মুহাদ্দিসগণের নিকট এ হাদীসটি দুর্বল দলীল হিসেবে সাব্যস্ত নয়। ইমাম শাফিঈ বলেন, ওয়ালা ইয়াসবুতু (এটি দলীল হিসেবে সাব্যস্ত নয়) সুনান আল বাইহাকী ২য় খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠা। ইমাম দারিমীসহ অন্যান্যরা এর সমালোচনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। আর এটা পরিষ্কার মুহাদ্দিসগণ অন্যদের চেয়ে বর্ণিত হাদীসের দুর্বলতা বিষয়ে অধিক অবগত। (ইমাম বুখারীর উপরে বর্ণিত কথা নিচে আসছে)

তন্মধ্যে একজন বলে, তাকে এরূপ করতে দেখেছি, আর অন্যজন বলে, আমি এরকম করতে দেখিনি, সেক্ষেত্রে যিনি বলেন, আমি তাকে করতে দেখেছি সেটিই সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে, আর যিনি বলবেন যে, তিনি করেন নি, সেটি শাহেদ নয়, কেননা তিনি কাজের কথা মনে রাখতে পারেন নি।

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র দুজন সাক্ষী প্রসঙ্গে বলেন, দুজন ব্যক্তি সাক্ষী দিল, তন্মধ্যে একজন বলল, অমুক ব্যক্তির উপর অমুক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম ঋণ আছে, সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির উপর তারা দু'জন সাক্ষ্য প্রদান করল। অপর পক্ষে দু' ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, কারো কাছে তার ঋণ নেই। তখন ফায়সালা হবে স্বীকারোক্তিমূলক সাক্ষ্যের পক্ষে। পক্ষান্তরে অস্বীকৃতিমূলক সাক্ষ্য বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

যেমনিভাবে বেলাল বলেন, আমি নাবী -কে কা'বায় (সালাত আদায় করতে) দেখেছি, আর আল ফযল বিন আব্বাস বলল, তিনি সালাত আদায় করেননি। এখানে লোকেরা বেলাল -এর কথাটিকে গ্রহণ করলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন সাক্ষী। আর ঐ ব্যক্তির কথায় ঐকমত্য পোষণ করেননি যে বলেছে যে, তিনি সালাত আদায় করেন নি, কারণ তিনি তা স্মরণ রাখতেই পারেন নি। আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরীর নিকট আসিম বিন কুলাইব থেকে বর্ণিত নাহশালীর হাদীস উল্লেখ করি, তিনি হাদীসটিকে (বিশুদ্ধ হিসেবে) অস্বীকার করলেন।

হাদীস নং : ১০

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ "

আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মালিক থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ

থেকে, তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাত আরম্ভ করতেন তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, আর যখন রুকূ'র জন্য তাকবীর বলতেন ও রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ দু'হাত উঠাতেন। তিনি সাজদায় এরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন না।[১১]

হাদীস নং : ১১

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَاهُ " كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ يَدَيْهِ "

আইয়ূব বিন সুলাইমান আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, আবূ বকর বিন আবূ উয়াইস আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সুলাইমান বিন বিলাল থেকে, তিনি আলা থেকে, তিনি শুনেছেন সালিম বিন আবদুল্লাহর নিকট থেকে, তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনু উমার) যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন ও যখন (তাশাহহুদের পর) দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১২]

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ "

---

১১. এ বর্ণনাটি সহীহুল বুখারীতে (৭৩৫) রয়েছে। ইমাম মালিক তার মুওয়াত্তায় (ইবনুল কাসিম ও মুহাম্মাদ আল শাইবানী থেকে) প্রায় একই রকম শব্দ অর্থে এটি বর্ণনা করেছেন। রফউল ইয়াদায়ন না করার প্রমাণে ইমাম মালিক থেকে বিশুদ্ধ সনদে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। আল মুদাওয়ানা একটি অনির্ভরযোগ্য সনদবিহীন একটি গ্রন্থ। পক্ষান্তরে রফউল ইয়াদায়ন করা বিষয়ে ইমাম মালিক থেকে একাধিক হাদীস বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ই.জি. আত তামহীদ।

১২. হাদীসটি মাওকূফ ও এর সনদ সহীহ।

হাদীস নং ১২

আবদুল্লাহ বিন সালিহ্ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আল লাইস থেকে, তিনি নাফে' থেকে বর্ণনা করে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার যখন সালাত শুরু করতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূ করতেন, যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, যখন দু সাজদাহ (রাকআত) থেকে উঠে দাঁড়াতেন, তখন (তিনি) তাকবীর দিতেন ও রফ্উল ইয়দাইন করতেন।[১৩]

হাদীস নং ১৩

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَاقِدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلا لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى "

আল হুমাইদী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল ওয়ালিদ বিন মুসলিম আমাদেরকে অবগত করেছেন, তিনি বলেন, আমি যায়দ বিন ওয়াকিদের নিকট শুনেছি, তিনি নাফে থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন, ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন কোন (অজ্ঞ) ব্যক্তিকে রুকূর সময় ও রুকূ থেকে উঠার পর রফ্উল ইয়াদায়ন করতে না দেখতেন, তখন তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করতেন।[১৪]

ইমাম বুখারী বলেন, আবূ বকর বিন আইয়াশ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি হুসাইন থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি

---

১৩. হাদীসটি মাওকূফ ও সহীহ।

১৪. হাদীসটি মাওকূফ ও এর সনদ সহীহ। ইমাম নববী তার আল মাজমু শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে (৩য় খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা) এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অত্র হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, সুন্নাহ পরিত্যাগকারীকে পাথর নিক্ষেপ করে প্রহার করা বৈধ। তবে এটি অবশ্যই শাসক কর্তৃক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন, অত্র হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনু উমার যে কাজটি করেছেন, তিনি তৎকালীন আমিরুল মুমিনীন ছিলেন। আর সুন্নাহ পরিত্যাগকারী অপরিচিত ব্যক্তিটির কাজের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সে অপরিচিত লোকটি সাহাবী ছিল না।

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রথম তাকবীর (তাহরিমার তাকবীর) ছাড়া রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে দেখেন নি। বিদ্বানগণ তাঁর (ইবনু উমারের রফ্‌উল ইয়াদায়ন করার) হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি (আবূ বকর বিন আয়্যাশ) ইবনু উমার থেকে (কথা) সংরক্ষণ করতে পারেন নি, একথা ছাড়া যে, ইবনু উমার এটি ভুলে গেছেন, কিছু লোক যেমন নামাযে কিছু কিছু ব্যাপারে কখনও কখনও ভুল করে বসেন, যেমন ইবনু উমার একবার সালাতে কিরাআত করতে ভুলে গিয়েছিলেন, যেমনিভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ কখনও কখনও সালাতে ভুল করে বসতেন, দুরাকআত ও তিন রাকাআত পড়েই সালাম ফিরিয়ে দিতেন। তুমি কি খেয়াল করনি, কোন ব্যক্তির (সালাতে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন না করার কারণে তার দিকে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেখানে পাথর নিক্ষেপ করতেন, সেখানে কিভাবে তা ছেড়ে দিতে পারেন, যা আবার এমন বিষয় যে বিষয়ে অন্যকে আদেশ দিতেন। অথচ তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তা (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতে দেখেছেন।[১৫]

ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহইয়া বিন মুঈন বলেন, হুসাইন সূত্রে আবূ বকর (বিন আইয়াশ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ক্রুটি রয়েছে, এর কোন ভিত্তিই নেই।[১৬]

---

১৫. ইমাম বুখারী উপরে পূর্ণ বক্তব্যেই সংশয় নিরসন করেছেন। এরপরও আসল কথা হচ্ছে আবূ বকর বিন আইয়াশের হাদীস ইয়াহইয়া বিন মু'ঈন ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। বিস্তারিত জানতে দেখুন : নূরুল আইনাইন ১৩১, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

১৬. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি বাতিল। (মাসায়িল ইবনু হানী ১ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা)। স্মৃতিশক্তির কারণে আবূ বকর বিন আইয়াশকে দুর্বল আখ্যায়িত করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত তার সকল হাদীস মুতাবায়িআত ও শাওয়াহিদের উপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত তার সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য কেননা, সেগুলো অন্য বিশুদ্ধ সনদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়েছে) আবূ নু'আইম আল ফযল বিন যুকাইন আল কাফী বলেন, আমাদের উসতাদদের মধ্যে আবূ বকর বিন আইয়াশ এর মত অত ভুল কেউ করেন নি। (তারিখ বাগদাদ : ১৪শ খণ্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠা, বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত)

ইমাম বুখারী বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবদুল আ'লা বিন মিসহার থেকে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আল আলা বিন যাবর থেকে, তিনি আমর ইবনুল মুহাজির থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমির আমার নিকট আরয করলেন যে, আমি যেন উমার বিন আবদুল আযীযের নিকট তার (আবদুল্লাহ বিন আমিরের সাক্ষাতের) জন্য অনুমতি নেই। আমি তার নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, সে ঐ ব্যক্তি যে (সালাতে) রফ্উল ইয়াদায়ন করার কারণে তার ভাইকে চাবুক মেরেছে, অথচ শৈশবে আমাদেরকে কঠোরভাবে (রফ্উল ইয়াদায়ন করার) আদব শেখানো হতো। সুতরাং তাকে (আসার জন্য) অনুমতি প্রদান করা হয়নি।[১৭]

ইমাম বুখারী বলেন, সালাফদের (নীতি) অনুসরণ হেতু যায়েদা (বিন কুদামাহ) সুন্নাহর অনুসারীদের নিকট ব্যতীত অন্য কারো নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন না। বালখের অধিবাসী একটি মুরজিয়া গোত্রের একটি দল মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের নিকট শাম (বর্তমান সিরিয়া) দেশে এসেছিল। তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়নের চেষ্টা চালান, শেষ পর্যন্ত তারা (মুর্জিয়ারা ভ্রান্ত আকীদা থেকে) তাওবা করে সুন্নাতের পথে ফিরে আসে। আমরা বহু বিদ্বানকে দেখেছি যারা ভ্রান্তপথের অনুসারীদেরকে তাওবাহ করিয়েছেন। আর তা না হলে তাদেরকে তাদের মজলিস থেকে বের করে দিতেন।

আবদুল্লাহ বিন যুবায়র তখনকার মক্কার কাযী সুলাইমান বিন হারবকে বললেন কিছু রায়পন্থী লোককে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি তাই করলেন, কিন্তু তারা ফাতাওয়া দেয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না, এমনকি তারা মক্কা থেকে বের হয়ে গেল।

---

১৭. এর সনদ সহীহ। জুযউ রফইল ইয়াদায়ন আসল কালমী কপিতে আমর বিন মুহাজির বিদ্যমান। কিন্তু ভারতীয় সাধারণ কপিগুলোতে আমর বিন মুহাজির নেই। এটি মুদ্রণ প্রমাদ। বিস্তারিত দেখুন। আত্তামহীদ ৯ম খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা, মুসনাদ উমার বিন আবদুল আযীয ১০ পৃষ্ঠা, শিআর আসহাবুল হাদীস লিল হাকিম ৫১ পৃষ্ঠা।

হাদীস নং ১৪

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَبَا سَعِيدٍ ، وَجَابِرًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاةَ، وَإِذَا رَكَعُوا "

আমাদের নিকট মালিক বিন ইসমাঈল শরীক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (শরীক) লাইস থেকে, তিনি আত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস, ইবনুয যুবায়র, আবূ সাঈদ (আল-খুদরী) ও জাবির (ইবনু আবদুল্লাহ) [রাযিয়াল্লাহু আনহুম]-কে দেখেছি, তাঁরা যখন সালাত শুরু করতেন ও রুকূ' করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১৮]

হাদীস নং ১৫

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ " إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "

---

১৮. এ হাদীসটি হাসান। শারীক ও লাইস এর কারণে এটি দুর্বল, তবে ইবনু যুবায়র ও ইবনু আব্বাস থেকে প্রমাণিত (সুনান বাইহাকী ২য় খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠা) সুনান ইবনু মাজায় ও মুসনাদ সিরাজ এর সহীহ সনদে জাবির কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিদ্যমান। সাঈদ বিন যুবায়র থেকে একথা প্রমাণিত যে, সাহাবীগণ রুকু'র পূর্বে ও পরে রফউল ইয়াদায়ন করেছেন। (বাইহাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা) আর আবূ সাঈদও সাহাবী। সুতরাং উপরে বর্ণিত হাদীসটি শাহেদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান। রফউল ইয়াদায়ন বিরোধীগণ আবদুল্লাহ ইবনু উমার ও আবূ সাঈদ (খুদরী) থেকে এটি প্রমাণ করতে পারবেন। পক্ষান্তরে রফউল ইয়াদায়ন না করার প্রমাণে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার বর্ণনাকারীর মধ্যে আতিয়া আল আওফী রয়েছেন, যিনি দুর্বল, শিয়া ও মুদাল্লিস। (দেখুন তাহযীবুত তাহযীব ও অন্যান্য) তাই নাসবুর রায়াহ গ্রন্থের বর্ণনাটি মুনকার ও মারদূদ।

মুহাম্মাদ ইবনুস স্বালত আমাদের নিকট আবূ শিহাব আবদি রব্বিহী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে, তিনি আবদুর রহমান আল আরাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবূ হুরাইরাহ) যখন (সালাত শুরুর) তাকবীর দিতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূ' করতেন ও যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১৯]

হাদীস নং ১৬

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْـوَلِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

মুসাদ্দাদ আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ থেকে, তিনি আসিম আল আহওয়াল থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত শুরু করতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলতেন ও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, আর প্রত্যেক রুকূতে (যাওয়ার সময়) ও রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়েও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[২০]

হাদীস নং ১৭

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : " رَأَيْـتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ "

---

১৯. এটি সহীহ হাদীস। যদিও মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের তাদলীসের কারণে এটি দুর্বল। কিন্তু ১৮ নং হাদীসটি সহীহ। ভিন্ন সনদের দুটি হাদীসের মতন যেহেতু এক, সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

২০. হাদীসটি মাওকূফ ও এর সনদ সহীহ।

মুসাদ্দাদ হুশাইম থেকে, তিনি আবূ হামযাহ থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ্) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি, তিনি যখন (তাহরিমার) তাকবীর বলতেন, আর যখন রুকূ‘ করতেন এবং যখন রুকূ‘ থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[২১]

হাদীস নং ১৮

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْـنُ إِبْـرَاهِيمَ ، عَـنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَرْفَـعُ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ "

সুলাইম বিন হারব ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম থেকে, তিনি কাইস থেকে, তিনি সাদ থেকে, তিনি আত্বা থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তিনি যখন (সালাত শুরুর) তাকবীর দিতেন ও রুকূ‘ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[২২]

হাদীস নং ১৯

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ حَضْرَ مَوْتَ فَإِذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ "

---

২১. হাদীসটি মাওকূফ ও এর সনদ সহীহ। হাশিম বিন বাশীর যদিও মুদাল্লিস, কিন্তু তার আবূ হামযাহ থেকে শোনাটা অন্যত্র প্রমাণিত। আবূ হামযাহ বিন আবূ আত্বা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত। সর্বোপরি তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী। তাই এর সনদ হাসান। এর শাহেদ হাদীস দেখার জন্য দেখুন নূরুল আইনাইন ১২৫ পৃষ্ঠা।

২২. হাদীসটি মাওকূফ ও এর সনদ সহীহ।

মুসাদ্দাদ খালিদ থেকে, তিনি হুসাইন থেকে, তিনি আমর বিন মুররাহ থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হাযারামাউতু এলাকার একটি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে আলকামা বিন ওয়ায়িল তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) রুকূ'র পূর্বে ও পরে রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[২৩]

হাদীস নং ২০

حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

খাত্তাব বিন উসমান ইসমাঈল থেকে, তিনি আবদে রব্বিহী বিন সুলাইমান বিন উমাইর থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উম্মুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দেখেছি, তিনি সালাতে কাঁধ বরাবর রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[২৪]

হাদীস নং ২১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلاةَ، وَحِينَ تَرْكَعُ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَفَعَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "

মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে খবর দিয়েছেন, তিনি ইসমাঈল থেকে, তিনি আবদু রব্বিহী বিন সুলাইম্যান বিন উমাইর থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উম্মুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ

---

২৩. হাদীসটি মারফূ' ও সহীহ।

২৪. হাদীসটি মারফূ' ও হাসান। হাদীসটি ইমাম বুখারীর তারীখ আল কাবীরেও (৬ষ্ঠ খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হয়েছে।

করতেন, যখন রুকূ' করতেন, আর যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখন কাঁধ বরাবর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। আর তিনি বলতেন, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ।[২৫]

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ هُنَّ أَعْلَمُ مِنْ هَؤُلاءِ حِينَ يَرْفَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي الصَّلاةِ

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণের কতিপয় স্ত্রী তাদের চেয়ে (শরীয়ত বিষয়ে) বেশি জানতেন। এমনকি তারা সালাতে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।

হাদীস নং ২২

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ " : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ"

ইসহাক বিন ইবরাহীম আল হানযালী মুহাম্মাদ বিন ফুযাইল থেকে, তিনি আসিম বিন কুলাইব থেকে, তিনি মাহারিব বিন দীনার থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি, তিনি রুকূতে (যাওয়ার পূর্বে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন, আমি তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন দু'রাকাআত শেষে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর দিতেন ও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[২৬]

---

২৫. হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটিও ইমাম বুখারীর তারীখ আল কাবীরে (৬ষ্ঠ খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হিব্বান (৭ম খণ্ড ১৫৩ পৃষ্ঠায়) ও মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ আল দামিশকী তাঁর তারীখে দামিশক (৬৫০ পৃষ্ঠায়) গ্রন্থে আবদে রব্বকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইসমাঈল বিন আইয়াশ শামের আলিমদের নিকট বিশ্বস্ত বলে গণ্য (আত্তাহযীবুত তাহযীব প্রমুখ)

২৬. হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস নং ২৩

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ . " وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ . " وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ يَفْهَمُهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

মুসলিম বিন ইবরাহীম শু'বাহ থেকে, তিনি আসিম বিন কুলাইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল বিন হুজর আল হাযরামী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন, যখন (তাহরিমার) তাকবীর বলতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন, অতঃপর যখন রুকূ' করার ইরাদা কারতেন তখনও রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[২৭]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব, জাবির বিন আবদুল্লাহ, আবূ হুরাইরাহ, উবাইদুল্লাহ বিন উমাইর, তার পিতা, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবূ মূসা [রাযিয়াল্লাহু আনহুম] থেকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূতে (যাবার পূর্বে) ও রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে রফ্উল ইয়াদায়ন করেছেন।

---

২৭. এর সনদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (৬৯৮, ৬৯৭) একে সহীহর মধ্যে গণ্য করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন, আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম তা একজন অতি অল্প জানা লোকের জন্যও যথেষ্ট, ইনশা আল্লাহু তা'আলা।

হাদীস নং ২৪

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ . " لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ طَاوُسٌ : فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الَّتِي لِلاسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا بِالتَّكْبِيرِ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكُمْ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا مِنَ التَّكْبِيرِ ؟ قَالَ : لا .

মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল আবদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনু জুরাইজ থেকে পাঠ করা শুনেছেন, তিনি বলেন, আল হাসান বিন মুসলিম আমাকে এ মর্মে খবর দিয়েছেন যে, তিনি ত্বাউস থেকে সালাতে রফ্‌উল ইয়াদায়ন সম্পর্কিত হাদীস শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু উমার, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (তারা তিনজনই) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। ত্বাউস বলেন, সলাত শুরুর প্রাক্কালে যে প্রথম তাকবীর দেয়া হয় সেখানে বাকী তাকবীরগুলোর চেয়ে কিছুটা বেশি হাত উঁচু করতে হয়। (ইবনু জুরাইজ বলেন,) আমি আত্বা (বিন আবূ রিবাহ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি এমন (কথা) পৌঁছেছে, প্রথম তাকবীরে অন্য তাকবীরগুলোর চেয়ে হাত বেশি উঠাতে হবে? তিনি বললেন, না।[২৮]

---

২৮. এর সনদ সহীহ।

(وَقَالَ الْبُخَارِيُّ :) وَلَوْ تَحَقَّقَ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، لَكَانَ حَدِيثُ طَاوُسٍ، وَسَالِمٍ، وَنَافِعٍ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ رَأَوْهُ أَوْلَى لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ يُخَالِفُ الرَّسُولَ مَعَ مَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَالْيَمَنِ، وَالْعِرَاقِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, (আবূ বকর বিন আইয়াশ থেকে বর্ণিত) মুজাহিদের হাদীসটি যদি ঠিক হয় যে, তিনি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে দেখেন নি। সেক্ষেত্রে ত্বাউস, সালিম, নাফি', মুহারিব বিন দাসসার ও ইবনু যুবায়র এর হাদীসগুলো অধিক নির্ভরযোগ্য, কেননা, তারা তাঁকে (ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু))-কে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে দেখেন, অধিকন্তু, তিনি নিজেই (রফ্‌উল ইয়াদায়নের) হাদীস রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে (সরাসরি) বর্ণনা করেছেন। আর তিনি কখনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিপরীত করেননি। মক্কা, মদীনা, ইয়ামান ও ইরাকের অধিবাসী বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[২৯]

হাদীস নং ২৫

حَتَّى لَقَدْ حَدَّثَنِي حَتَّى لَقَدْ حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّمَا أَيْدِيهِمُ الْمَرَاوِحُ يَرْفَعُونَهَا إِذَا رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ"

এমনকি মুসাদ্দাদ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, ইয়াযীদ বিন যুরাই' আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি আল হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহচরগণের হাতগুলো দৃশ্যত পাখা সদৃশ, যখন

২৯. হাদীসটির ব্যাপারে উপরে আলোচিত হয়েছে যে, মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

রুকূতে যেতেন, আর যখন রুকূ' থেকে তাদের মাথাগুলো উঠাতেন তখন তারা সেগুলো (হাতগুলো) উঠাতেন।[৩০]

হাদীস নং ২৬

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا صَلُّوا كَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ حِيَالَ آذَانِهِمْ كَأَنَّهَا الْمَرَاوِحُ . "

মূসা বিন ইসমাঈল আবূ হেলাল থেকে, তিনি হুমাইদ বিন হিলাল থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সহচরবৃন্দ যখন সালাত আদায় করতেন তাদের হাতগুলো পাখা সদৃশ কান পর্যন্ত উঠতো।

(وَقَالَ الْبُخَارِيُّ :) فَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَسَنُ، وَحُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ دُونَ أَحَدٍ

[ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন] আল হাসান (আল বাসরী) ও হুমাইদ বিন হিলাল কোন একজন সাহাবীকেও বাদ দেননি। (অর্থাৎ তাবেয়ীগণের কথা অনুযায়ী বলা যায়, সকল সাহাবী কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন)[৩১]

---

৩০. সহীহ। মূল কপিতে (মাখতূতাহ) শু'বার উল্লেখ রয়েছে, যেখানে অন্য কপিতে সাঈদ বিন আরুবাহর উল্লেখ রয়েছে, যা ঠিক নয়। এ বর্ণনাটি শাহেদ থাকার কারণে সহীহ। কাতাদাহ থেকে শু'বা কর্তৃক বর্ণনাটিও বিশুদ্ধ। তাই কাতাদাহর তাদলীসের বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত। আবূ দাউদের বর্ণনায় (১ম খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা) إلى صدرهم (প্রথম তাকবীরে বক্ষ পর্যন্ত রফউল ইয়াদায়ন করতেন) আছে, যা শারীক আল কূফীর তাদলীসের কারণে দুর্বল।

৩১. এ বর্ণনাটি হাসান। আবূ হিলাল মুহাম্মাদ বিন সালীম আল বাসরী দুর্বল রাবী (দেখুন তুহফা আল আকয়িয়্যাহ ৯৮, ১৭ পৃষ্ঠা) কিন্তু এর পূর্বে বর্ণিত শাহেদ হাদীসটির কারণে এটি হাসান বলে পরিগণিত হয়েছে।

হাদীস নং ২৭

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ، وَقَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ . " وَلَمْ يَسْتَثْنِ وَائِلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدًا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ

মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি যায়েদাহ বিন কুদামা থেকে, তিনি আসিম বিন কুলাইব আল জারামী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়ায়িল বিন হুজর থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি অবশ্যই অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখব কিভাবে তিনি সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়ালেন, তারপর তাকবীর দিয়ে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন, এরপর যখন তিনি রুকূ‘ করতে মনস্থ করলেন, তখন পূর্বের ন্যায় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন, এরপর তিনি রুকূ‘ থেকে মাথা উঠিয়েও পূর্বের ন্যায়ই রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন, এরপর আবার আমি শীতকালে (মদীনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট) আসলাম, সাহাবীরা (শীতের কারণে) চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, আর তাদের হাতগুলো চাদরের নীচ দিয়েই (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করার সময়) নড়াচড়া করছিল।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ওয়ায়িল বিন হুজর সাহাবীদের এমন কাউকে ছাড়েন নি (পাননি), যিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন, অথচ তিনি রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেন নি।[৩২]

৩২. এর সনদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ ৭১৪, ৪৮০, ইবনু হিব্বান ৪৮৫, ইবনু জারুদ ২০৮ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, সুফইয়ান (আস সাউরী) আসিম বিন কুলাইব থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন আল আসওয়াদ থেকে, তিনি আলকামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি কি তোমাদের সাথে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সালাতের মত সালাত আদায় করব না? অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন, (কিন্তু) একবার (তাকবীরে তাহরিমার সময়) ছাড়া আর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন না।

আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি ইয়াহইয়া বিন আদম থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ বিন ইদরীস এর কিতাব খেয়াল করেছি, যিনি আসিম বিন কুলাইব থেকে বর্ণনা করেছেন, সেখানে "এরপর আর তিনি পুনরায় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেননি" কথাটি নেই। বিদ্বানগণের নিকট এই (আবদুল্লাহ বিন ইদরীস এর) বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য হিসেবে সংরক্ষিত। বই হচ্ছে (স্মৃতির চেয়ে) নিরাপদ। মানুষ মাঝে মাঝে এমন কিছু বলে ফেলে, পরে সে কিতাবের দিকে ফিরে যায়, এরপর তিনি কিতাবের মত (পক্ষে) হয়ে যান।[৩৩]

হাদীস নং ২৮

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : " عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلاةَ : فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَطَبَّقَ يَدَيْهِ جَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ " ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا ، فَقَالَ : صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا . وَهَذَا الْمَحْفُوظُ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

---

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের এ হাদীসটি সুফইয়ান আস সাওরীর তাদলীসের কারণে যঈফ। (বিস্তারিত জানতে দেখুন নূরুল আইনাইন)

আল হাসান বিন রবী' ইবনু ইদরীস থেকে, তিনি আসিম বিন কুলাইব থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন আল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আলকামা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)) বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত (আদায় করা) শিখিয়েছেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর দিলেন ও রফ্উল ইয়াদায়ন করলেন, এরপর তিনি রুকূ করতেন, আর তাঁর হাত দুটো দু'হাঁটুর মাঝে রাখতেন। (ইমাম বুখারী বলেন), অতঃপর এ বর্ণনাটি সা'দ (বিন আবূ ওয়াক্কাস)এর নিকট পৌঁছলে, তিনি (তা শুনে) বললেন, আমার ভাই ঠিকই বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরা সবাই একরকম করতাম, এরপর আমরা এরূপ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, চিন্তাশীল গবেষকগণ এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) -এর হাদীস থেকেই সংগ্রহ করেছেন।[৩৪]

হাদীস নং ২৯

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ هَهُنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ . " قَالَ سُفْيَانُ : لَمَّا كَبُرَ الشَّيْخُ لَقَّنُوهُ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ . فَقَالَ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ . وَكَذَلِكَ رَوَى الْحُفَّاظُ مَنْ سَمِعَ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادَةَ قَدِيمًا مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَزُهَيْرٌ لَيْسَ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ

আল হুমাইদী সুফইয়ান থেকে, তিনি ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ থেকে, তিনি আবূ লাইলা থেকে, তিনি আল বারা (বিন আযিব) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (তাহরিমার

---

৩৪. এর সনদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (১৯৬), দারাকুতনী (৩৩৯/১) ও ইবনু জারূদ (১৯৬) একে সহীহ বলেছেন। সহীহ মুসলিমে এর শাহেদ হাদীস বিদ্যমান। ইমাম বুখারী বলেন, এটি সেই বর্ণনা যেটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, সুফইয়ান থেকে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ এর বর্ণনাটি তাদলীসের কারণে যঈফ।

জন্য) তাকবীর বলতেন, তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, সুফইয়ান (ইবনু উআইনাহ) বলেন, যখন শাইখ (ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ) বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন অপরিচিত কিছু ব্যক্তি তার মস্তিস্কে বুঝালেন যে, "সুম্মা লাম ইয়াউদ" অর্থাৎ তিনি পুনরায় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন না তখন তিনি বললেন, "সুম্মা লাম ইয়াউদ" অর্থাৎ তিনি পুনরায় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন না (কথাটি স্মৃতিশক্তির কারণে দুর্বল)।

ইমাম বুখারী বলেন, অনুরূপভাবে হাফিযগণের মধ্যে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ এর নিকট থেকে পুরাতন সময়ে (যখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না) যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেমন, আস সাউরী, শু'বাহ ও যুবায়র, তাদের সেই বর্ণনায় "তিনি পুনরায় করেন নি" এ কথাটি নেই।[৩৫]

হাদীস নং ৩০

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ"

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সুফইয়ান থেকে, তিনি ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ থেকে, তিনি ইবনু আবূ লাইলা থেকে, তিনি আল বারা (বিন আযিব) থেকে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন সালাতের জন্য তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন তখন কান বরাবর দু'হাত উঠাতেন।[৩৬]

---

৩৫. উপরে বর্ণিত হাদীসটি ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদের কারণে দুর্বল। কেননা, তিনি যঈফ, মুদাল্লিস ও একজন শিয়া। রিজালগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদীসটি ও ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদের দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (তালখীসুল হাবীর ১ম খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠা)। কিছু লোক এ হাদীসটি মুতাবাইআত (সহায়ক বর্ণনা) হিসেবে উল্লেখ করার চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আবূ লাইলাও দুর্বল রাবী। (দেখুন অত্র গ্রন্থের হাদীস নং ৩০)

৩৬. হাদীসটি যঈফ, দেখুন হাদীস নং ২৮।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ওয়াকী' ইবনু আবূ লাইলা (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান) থেকে, তিনি তার ভাই ঈসা ও আল হাকাম বিন উতবাহ থেকে, তিনি ইবনু আবূ লাইলা (আবদুর রহমান) থেকে, তিনি আল বারা বিন আযিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে যখন (সলাতের তাকবীরে তাহরিমার জন্য) তাকবীর দিতে দেখেছি, তখন তিনি রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন, এরপর আর উঠান নি।[৩৭]

ইমাম বুখারী বলেন, আবূ লাইলার ছেলে একথাটি তাঁর স্মৃতি থেকে বলেছেন। তথাপিও তিনি (তার পিতা) আবূ লাইলা থেকে, তিনি ইয়াযীদ থেকে। এ হাদীসটি ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ এর নিকট ঘুরপাক খাচ্ছে। (যিনি দুর্বল)। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সেটিই যা আস সাউরী, শু'বা ও ইবনু উইয়াইনা পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন, কতিপয় অজ্ঞ লোক ওয়াকী' বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চেয়েছেন, যা ওয়াকী' আমাশ থেকে, তিনি আল মুসায়্যিব বিন রাফি' থেকে, তিনি তামীম বিন তুরফা থেকে, তিনি জাবির বিন সামুরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আগমন করলেন, আর (সলাতে) আমরা হাত উঠাচ্ছিলাম, নাবী (ﷺ) বললেন, কী হয়েছে, আমি তোমাদের দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায় তোমাদের হাত উঠাতে দেখছি। সালাতে শান্ত শিষ্ট থাক।[৩৮]

যদিও এটি ছিল তাশাহহুদের ঘটনা, কিয়ামের সময় নয়, তারা (সালাতে) অনেকেই অনেককে সালাম দিতেন, অতঃপর নাবী (ﷺ) তাশাহহুদে হাত উঠাতে নিষেধ করলেন, সামান্য জ্ঞানও যার মধ্যে আছে

---

৩৭. এ বর্ণনাটি মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলার কারণে দুর্বল। আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (হানাফী) বলেন, সে আমার নিকট যঈফ, যেহেতু প্রসিদ্ধরা তাই গণ্য করেছেন। (ফাইযুল বারী ৩য় খণ্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা)

৩৮. জাবির বিন সামুরাহ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে সাঈদ বিন যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা তার সুনান আল কুবরা ২য় খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রুকূর পূর্বে ও পরে রফউল ইয়াদায়ন করতেন।

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও সহীহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (আল মাজমূ' আশা শারহুল মুহাযযিব ৩য় খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা)

সে এই হাদীস থেকে কখনও (রফ্‌উল ইয়াদান না করার) দলীল গ্রহণ করতে পারে না। এটি সকল বিদ্বানগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ, আর এতে কারো কোন দ্বিমতও নেই। তবুও যদি (হাত উঠানো নিষেধ) কথাটি ঠিক বলে ধরে নেই, তাহলে সালাতের প্রথম তাকবীরের সময়, ঈদের সালাতের তাকবীরেও হাত উঠানো নিষেধ হয়ে যায়, কেননা, অত্র হাদীসে নির্দিষ্ট কোন রফ্‌উল ইয়াদায়ন (নিষেধের কথা) বলা হয়নি। বরং পরবর্তী হাদীসটি এই কথাকে ব্যাখ্যা করেছে।[৩৯]

হাদীস নং ৩১

حَدَّثَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُولُ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، قُلْنَا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ، وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا بَالُ هَؤُلاءِ يُومِئُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ . " فَلْيَحْذَرِ امْرُؤٌ أَنْ يَتَأَوَّلَ أَوْ يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورة النور آية ٦٣

---

৩৯. উপরে বর্ণিত জাবির বিন সামুরাহর হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে একটি উদ্ধৃতি রয়েছে। তামীম বিন তারফার হাদীসে (তারা উপবিষ্ট ছিল) কথাটির উল্লেখ রয়েছে। দেওবন্দের আলিম মুহাম্মাদ তাকী উসমানী বলেন, রায় হচ্ছে, হানাফীগণ এ দুর্বল হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন। (দারসে তিরমিযী ২য় খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা) এখানে হানাফীগণ বলতে দেওবন্দী ও বেরলভী সম্প্রদায়। সত্যিকার অর্থে তারা কেউ আসল হানাফী নন। মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীও এ হাদীস সম্পর্কে তাকী উসমানীর অনুরূপ মত দিয়েছেন। (আল ওয়ারাদ আশ শাযী ৬৩ পৃষ্ঠা, তাকারীর শাইখুল হিন্দ ৬৫ পৃষ্ঠা) বিস্তারিত জানতে দেখুন নূরুল আইনাইন পৃষ্ঠা ৯২-৯৫।

আবূ নুআইম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মিসআর থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ বিন কিবতিয়্যহ থেকে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন সামুরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, আমরা যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন (ডানে ও বামে) আস সালামু আলাইকুম, আস সালামু আলাইকুম বলতাম। মিসআর হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাদের কী হয়েছে যে. তারা তাদের হাতগুলোকে দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায় এদিক ওদিক করছে। তাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে তারা তাদের হাতগুলোকে রানের উপর রাখবে, অতঃপর তারা তাদের ভাইদের সালাম বলবে, ডান দিকে ও বাম দিকে।[৪০]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, যারা রাসূল সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে যা রাসূল বলেন নি, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ: কাজেই যারা তার (অর্থাৎ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। (সূরা নূর : ৬৩)

হাদীস নং ৩২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ : هُوَ شَيْءٌ تُزَيِّنُ صَلَاتَكَ.

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি আবদুল মালিক থেকে, তিনি বলেন, আমি সাঈদ বিন যুবায়রকে সালাতে রফ্উল ইয়াদায়ন প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটি এমন একটি জিনিস যা দ্বারা তুমি তোমার সালাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে।[৪১]

---

৪০. হাদীসটি সহীহ।

৪১. হাদীসটি সহীহ। ইমাম বুখারী তার সুনান আল কুবরা (২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে সাঈদ বিন যুবায়র থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ রুকূর পূর্বে

হাদীস নং ৩৩

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَحْمُودٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ "كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ ، وَحِينَ يَرْكَعُ ، وَحِينَ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَحِينَ يَسْتَوِي قَائِمًا . " قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الأَوَّلَ أَرْفَعَهُنَّ ، قَالَ : لا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : " وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ مِمَّنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، هَؤُلاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِمْ فَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَلِمْنَا فِي تَرْكِ رَفْعِ الأَيْدِي ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ"

মাহমুদ আমাদেরকে খবর দিয়েছেন, তিনি আবদুর রাযযাক থেকে, তিনি ইবনু জুরাইজ থেকে,তিনি নাফি‘ থেকে, (তিনি বলেন) ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন দু হাত (উঠানোর) দ্বারা তাকবীর বলতেন, যখন তিনি রুকূ‘ করতে যেতেন, আর যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, আর যখন তিনি রুকূ‘ থেকে মাথা উঠাতেন, আর যখন (দু রাকাআত শেষে) সোজা উঠে দাঁড়াতেন, তখনও ঐরূপ (তাকবীর বলে রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন। আমি নাফি‘কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনু উমার

ও পরে রফউল ইয়াদায়ন করেছেন। ইমাম নববীও তার আল মাজমূ (৩য় খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বাইহাকীর বর্ণনাকারী ইয়াকূব বিন ইউসুফ আল আখরাম ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ও বিশ্বস্ত। (দেখুন সুনান আল কুবরা লি বাইহাকী ৫ম খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা, নূরুল আইনাইন ১২৬ পৃষ্ঠা। সুতরাং সমসাময়িককালের কতিপয় হানাফী বিদ্বান তাকে অবিশ্বস্ত বলেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

কি প্রথম (তাহরিমার) তাকবীরে অন্যবারের চেয়ে কিছুটা বেশি হাত উঠাতেন? তিনি বললেন, না।[৪২]

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, হিযাজ (মক্কা মদীনা) ও ইরাকের সকল বিদ্বানগণকে আমরা দেখেছি, (তন্মধ্যে অন্যতম) আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (আল হুমাইদী), আলী বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (আল মাদীনী), ইয়াহইয়া বিন মুঈন, আহমাদ বিন হাম্বাল, ইয়াহইয়া বিন রাহওয়াইহ যারা সেই সময়কার বড় বিদ্বানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কোন বিদ্বানের নিকট থেকেই এ কথা প্রমাণিত নয় যে, তাদের কারো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর (সালাতে) রফ্উল ইয়াদায়ন না করা সম্পর্কে জানা আছে। অথবা এমন কোন সাহাবী সম্পর্কে যিনি রফ্উল ইয়াদায়ন করেন নি।

হাদীস নং ৩৪

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلَانِ : إِذَا كَبَّرَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ ، وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ وَكَانَ اِبْنُ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ : « هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ »

মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি হিশাম (বিন হিসান) থেকে, তিনি আল হাসান (আল বাসরী) থেকে, এবং (মুহাম্মাদ) ইবনু সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা (উভয়ে) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের জন্য তাকবীর দেয়, তখন সে যেন তাকবীর বলার সাথে রফ্উল ইয়াদায়নও করে। আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠায় তখনও রফ্উল ইয়াদায়ন করে। ইবনু সিরীন বলতেন, এটি হচ্ছে সালাতের পরিপূর্ণতা।[৪৩]

---

৪২. এর সনদ সহীহ। এ বর্ণনাটিও মুসনাদ আবদুর রাযযাকে (২৫২০) রয়েছে। মাহমূদ বিন গাইলান অত্যন্ত বিশ্বস্ত ইমাম। তাদের ব্যাপারে যে বলা হয় তিনি মাজহূল (অপরিচিত) তা ভুল। (দেখুন তাহযীবুত তাহযীব প্রমুখ)

৪৩. হাদীসটি দুর্বল। হিশাম বিন হিসান মুদাল্লিস, তিনি আন আন করে বর্ণনা করেছেন। আর এখানে আবদুল্লাহ বলতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তাই

হাদীস নং ৩৫

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ . "

وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَهُوَ أَكْبَرُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْمًا فِيمَا نَعْرِفُ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ لا يَعْلَمُ مِنَ السَّلَفِ عِلْمٌ فَاقْتَدَى بِابْنِ الْمُبَارَكِ فِيمَا اتَّبَعَ الرَّسُولَ، وَأَصْحَابَهُ، وَالتَّابِعِينَ ، لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ يُثْبِتَهُ بِقَوْلِ مَنْ لا يَعْلَمُ، وَالْعَجَبُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ صَغِيرًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَقَدْ شَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ لابْنِ عُمَرَ بِالصَّلاحِ

আবুল ইয়ামান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি শু'আইব থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ থেকে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সালাতে (শুরুর) তাকবীর বলতেন, তখন তাকবীর বলার সঙ্গে দু'হাত তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আর যখন তিনি রুকূ'র জন্য তাকবীর বলতেন, তখনও অনুরূপ করতেন, যখন তিনি সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তখনও ঐরূপ করতেন, আর বলতেন, রব্বানা লাকাল হামদ। আর তিনি যখন সাজদাহ করতেন, তখন ঐরূপ করতেন না। আর যখন তিনি সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও ঐরূপ করতেন না।[88]

কতিপয় মিথ্যাবাদী কর্তৃক আবদুল্লাহকে আবদুল্লাহ বিন লাহিয়া হিসিবে চিহ্নিত করণটা হচ্ছে ভুল। হিশাম বিন হিসান হচ্ছেন আল হাসান আল বাসরীর শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। (দেখুন তাহযীবুত তাহযীব, প্রমুখ)

৪৪. হাদীসটি সহীহ। বর্ণনাটি সহীহ বুখারীতেও (৭৩৮) উল্লেখ আছে। সালীম থেকে যুহরীর শ্রবণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। (দেখুন অত্র পুস্তকের ৩৮ নং হাদীস)

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, ইবনুল মুবারক রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, আমাদের জানামতে জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি তৎকালীন সময়ের বড় বিদ্বান ছিলেন। যদিও অজ্ঞ ব্যক্তি যারা সালাফদের সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ইবনুল মুবারককে (দলীলসহ) অনুসরণ করা উচিত যিনি (ইবনুল মুবারক) রাসূলুল্লাহ (ﷺ), সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণকে মান্য করতেন। অজ্ঞ লোকেদের নিকট থেকে দলীল গ্রহণ করার চেয়ে এটা তার জন্য অধিক উত্তম হবে।[৪৫]

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাদের মধ্যকার কেউ কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছোট ছিলেন। অথচ নাবী (ﷺ) তার সৎ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

হাদীস নং ৩৬

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ " : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ صَالِحٌ"

ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু ওয়াহব থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) থেকে, তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ বলেছেন, অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনু উমার সৎ ব্যক্তি।[৪৬]

হাদীস নং ৩৭

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌو :قَالَ ابْنُ عُمَرَ " :إِنِّي لَأَذْكُرُ عُمَرَ حِينَ أَسْلَمَ ، فَقَالُوا : صَبَأَ عُمَرُ، صَبَأَ عُمَرُ ،

---

৪৫. এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম ইবনুল মুবারকের রফউল ইয়াদায়ন করাটা মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। (দেখুন সুনান তিরমিযী)

৪৬. হাদীসটি সহীহ। ইমাম বুখারী হাদীসটিকে সহীহুল বুখারী (৩৭৪১, ৩৭৪০) এ বর্ণনা করেছেন।

فَجَاءَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ ، فَقَالَ : صَبَأَ عُمَرُ، صَبَأَ عُمَرُ فَمَهْ ، فَأَنَا لَهُ جَارٌ ، فَتَرَكُوهُ . "

(قَالَ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لَوْ شَهِدْتُ لأَحَدٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَشَهِدْتُ لابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَلْزَمَ لِطَرِيقِ النَّبِيِّ ﷺ وَلا أَتْبَعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَطَعَنَ مَنْ لا يَعْلَمُ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ مِنْ أَبْنَاءِ مُلُوكِ الْيَمَنِ وَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْرَمَهُ، وَأَقْطَعَ لَهُ أَرْضًا، وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করছেন, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি বলেন, আমর (বিন দীনার) বলেছেন, ইবনু উমার বলেন, অবশ্যই অবশ্যই আমার পিতা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, সে সময়কার কথা বলব, (কাফিররা) বলল, উমার নাস্তিক (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। উমার নাস্তিক (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। তখন আল আসী বিন ওয়ায়িল এসে বলল, উমার নাস্তিক (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। উমার নাস্তিক (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে তো কী হয়েছে? আমি তার প্রতিবেশি (তার সাহায্যকারী)। তখন তারা তাকে (উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছেড়ে দিল।[৪৭]

ইমাম বুখারী বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেছেন, আমি যদি কারো ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিতাম, তাহলে অবশ্যই ইবনু উমারের জন্যই সাক্ষ্য দিতাম।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ বলেন, নাবী ﷺ-এর তরিকা আঁকড়ে ধরা ও পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে তাঁর অনুসরণকারী ইবনু উমারের চেয়ে বেশি কেউ ছিল না।

৪৭. ইমাম বুখারী এ হাদীসটিকে একই সনদে স্বীয় সহীহুল বুখারীর (৩৮৬৫) মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন, কতিপয় অজ্ঞ লোক ওয়ায়িল বিন হুজর সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন (যে সমালোচনা বাতিল)। সন্দেহাতীতভাবে ওয়ায়িল বিন হুজর ছিলেন ইয়ামানের রাজপুত্র। তিনি যখন নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেন তখন নাবী ﷺ তাকে সম্মানিত করেন এবং তাকে একখণ্ড জমি বরাদ্দ দেন। আর তার সঙ্গে মুআবিয়া বিন আবূ সুফইয়ানকে প্রেরণ করেন।

হাদীস নং ৩৮

أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ " ﷺأَقْطَعَ لَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ . " وَقِصَّةُ وَائِلٍ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَمْرِهِ، وَمَا أَعْطَاهُ مَعْرُوفٌ بِذِهَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ ، ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاءِ، وَجَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ ، لَكَانَ فِي عِلَلِ هَؤُلاءِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رُؤُسَاءَنَا لَمْ يَأْخُذُوا بِهَذَا، وَلَيْسَ هَذَا بِمَأْخُوذٍ فَمَا يَزِيدُونَ الْحَدِيثَ إِلا تَعَلُّلا بِرَأْيِهِمْ . وَلَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ : مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ كَمَا جَاءَ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَمَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَلَقَدْ أَنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْقِيَ رَأْيَهُ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ ثَبَتَ الْحَدِيثُ، وَلا يَعْتَلَّ بِعِلَلٍ لا تَصِحُّ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ، ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : " لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لَمَّا جِئْتُ بِهِ . " وَقَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : أَهْلُ الْعِلْمِ كَانَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ أَعْلَمَ، وَهَؤُلاءِ الآخِرُ فَالآخِرُ عِنْدَهُمْ أَعْلَمُ . وَلَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَفَعْتُ يَدَيَّ ، فَقَالَ : إِنَّمَا خَشِيتُ أَنْ تَطِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنْ لَمْ أَطِرْ فِي أَوَّلِهِ ، لَمْ أَطِرْ فِي الثَّانِيَةِ ، قَالَ وَكِيعٌ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ كَانَ حَاضِرَ

الْجَوَابِ فَتَحَيَّرَ الآخَرُ، وَهَذَا أَشْبَهُ مِنَ الَّذِينَ يَتَمَادُونَ فِي غَيِّهِمْ إِذَا لَمْ يُبْصِرُوا

হাফস বিন উমার আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি জামে' ইবনু মাত্বার থেকে, তিনি আলকামা বিন ওয়ায়িল থেকে, তিনি তাঁর পিতা (ওয়ায়িল বিন হুজর) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ তাঁকে (ওয়ায়িল বিন হুজরকে) হাযরামাওত এলাকায় এক টুকরা জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন।[৪৮]

ইমাম বুখারী বলেন, বিদ্বানগণের নিকট ওয়ায়িল বিন হুজরের কিসসা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায়ই নবী ﷺ এর নিকট সফরে আসতেন। তাকে যে জমি দেয়া হয়েছিল ও তার নাবী ﷺ-এর নিকট প্রতিবারের আগমনের ঘটনা একটি জানা বিষয়। যদিও ইবনু মাসউদ, আল বারা (বিন আযিব) ও জাবির (বিন সামুরাহ্) [রাযিয়াল্লাহু আনহুম] সূত্রে নাবী ﷺ হতে তা প্রমাণিত যা এই অজ্ঞ লোকদের কথাকে বাতিল করে দেয়। তারা বলে, যদিও নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত তথাপি আমাদের (হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী) অগ্রজরা সেটি গ্রহণ করেন নি, তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ সমস্ত লোকেরা শুধুমাত্র তাদের রায়ভিত্তিক হাদীসগুলোই গ্রহণ করে থাকে।

ওয়াকী' বলেন, যে ব্যক্তি যেভাবে হাদীস এসেছে হুবহু সেভাবেই অনুসন্ধান করে সেই সুন্নাহপন্থী। আর যে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা প্রতিপাদন করার জন্য হাদীস অনুসন্ধান করে সে বিদআতী। অর্থাৎ একজন মানুষের ব্যক্তিগত অভিমত যদি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত। নিজের ভুল চিন্তার কারণে হাদীস বাতিল করা ঠিক নয়।

নাবী ﷺ থেকে উল্লেখিত, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি যা দ্বীন হিসেবে নিয়ে এসেছি তাকে তার স্বীয় প্রবৃত্তি গ্রহণ করে।[৪৯]

---

৪৮. এর সনদ সহীহ। ইমাম তিরমিযী (১৩৮১) একে হাসান বলেছেন।

৪৯. এ বর্ণনাটি হিশাম বিন হিসানের তাদলীসের কারণে বর্ণনায় জাহালতের কারণে যঈফ। সাধারণ প্রমাণের ভিত্তিতে। এ বর্ণনাটি ইবনু আসিমের কিতাবুস সুন্নাহর (১৫), আল হারবীর জামেউল কালাম (৯৬) প্রভৃতির মধ্যে সনদ সহকারে উল্লেখ রয়েছে।

তিনি বলেন, মা'মার (বিন রাশীদ) বলেন, জ্ঞানীদের নিকট যারা অগ্রগামী (মুসলিম) তারাই (ইসলামের ব্যাপারে) অধিক জ্ঞানী। পক্ষান্তরে এ সকল (হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী) ব্যক্তিদের নিকট অনুজরা প্রাক্তনদের থেকে অধিক জ্ঞানী।

(আবদুল্লাহ) ইবনুল মুবারক বলেন, আমি নু'মান বিন সাবিতের (ইমাম আবূ হানীফা) পাশে সালাত আদায়কালে রফ্উল ইয়াদায়ন করলাম। তখন তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) আমাকে বললেন, আমি তোমার উড়ে যাওয়ার আশংকা করছি। তখন আমি (ইবনুল মুবারক) বললাম, প্রথমবার (তাকবীরে তাহরিমার সময় রফ্উল ইয়াদায়ন করার কারণে) যখন উড়ে যাইনি, তখন দ্বিতীয়বারও (রফ্উল ইয়াদায়ন করার কারণে) উড়ে যাব না।

ওয়াকী' বলেন, আল্লাহ ইবনুল মুবারকের উপর দয়া করুন। তার উত্তর প্রস্তুত ছিল, এতে অন্যরা বিস্মিত হলো (ইমাম আবূ হানীফা আর কোন উত্তর দিতে পারলেন না)। মূলতঃ তাদের অবস্থা এমনই হয় যারা (হাদীসের) অনুসরণ না করলেও বিভ্রান্তির ব্যাপারে সক্রিয়।[৫০]

হাদীস নং ৩৯

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلا يَرْفَعُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ"

---

৫০. ইবনুল মুবারক ও আবূ হানীফার সংলাপটি নিম্নবর্ণিত কিতাবসমূহে সনদসহকারে উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো : ইবনু কুতাইবার "তাওয়ীল মুখতালিফুল হাদীস (৬৬), আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বালের "আস সুন্নাহ" (৫১৮), তারীখে বাগদাদ (৩য় খণ্ড ৪০৫, ৪০৬ পৃষ্ঠা), ইবনুল জাওযীর "আল মুনতাযিম" (৮ম খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা), বাইহাকীর "সুনান আল কুবরা" (২য় খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠা) [দেখুন : কিতাবুল আসানীদ আস সহীহাহ ফী আখবার আবী হানীফাহ (২৯-৩৬ পৃষ্ঠা)

আবদুল্লাহ বিন সালিহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আল লাইস থেকে, তিনি ইউনুস (বিন ইয়াযীদ আল আইলী) থেকে, তিনি ইবনু শিহাব (আর যুহরী) থেকে, তিনি সালিম আবদুল্লাহ থেকে, নিশ্চয় আবদুল্লাহ ইবনু উমার বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, অতঃপর তাকবীর বলতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ (কাঁধ বরাবর রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন। অতঃপর বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। আর তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তিনি এরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন না।[৫১]

হাদীস নং ৪০

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ " : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

আবূ আন-নু'মান (মুহাম্মাদ বিন ফযল আরিম) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আশ শাইবানী থেকে, তিনি মুহারিব বিন দিসার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমারকে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীর দিতেন ও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। যখন তিনি রূকূ করার মনস্থ করতেন তখনও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও (অনুরূপ রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[৫২]

---

৫১. হাদীসটি সহীহ। জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট ইউনুস বিন ইয়াযীদ আল আইলী বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং তার হাদীস সহীহ। তার ব্যাপারে সমালোচনা অগ্রহণযোগ্য। (তাহযীবুত তাহযীব প্রমুখ)

৫২. এর সনদ সহীহ। আবু আন-নু'মান মুহাম্মাদ বিন ফযল 'আরিম জীবনের শেষ ভাগে এসে তার স্মৃতিশক্তি খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। (তাহযীবুত তাহযীব, ইমাম যাহাবীর "আল কাশিফ"

হাদীস নং ৪১

حَدَّثَنَا الْعَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ "

আল আইয়াশ ইবনুল ওয়ালিদ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল আ'লা থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) ব'লে রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূতে যেতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন। আর ইবনু উমার রফ্উল ইয়াদায়ন করে বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও অনুরূপ করতেন।[৫৩]

(৩য় খণ্ড ৭৯, ১৫৯৭ পৃষ্ঠা) সুতরাং আবু আন-নু'মানের সকল বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইমাম যাহাবী বলেন, শেষ বয়সে এসে যখন তার স্মৃতিশক্তি খর্ব হয়ে পড়ে, তখন তিনি আর কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। আমি মনে করি ইমাম ইমাম বুখারী আবূ আন নু'মান থেকে তার স্মৃতিশক্তি খর্ব হওয়ার বহু পূর্বে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল হামদু লিল্লাহ।

৫৩. এ হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি সহীহুল বুখারী (৭৩৯) গ্রন্থেও বিদ্যমান। মুল কালমি কপিতে আইয়াশ লেখা হয়েছে মূলতঃ যিনি ইবনুল ওয়ালীদ, যিনি ইমাম বুখারীর প্রসিদ্ধ শিক্ষক। দেখুন সহীহ বুখারী ও তাহযীবুত তাহযীব, অন্যান্য। যেখানে জুযউ রফইল ইয়াদায়নের ভারতীয় ও অন্যান্য কিছু কপিতে ভুলবশতঃ হাদ্দাসানা আল আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ লেখা রয়েছে, যা ভুল। এই গ্রন্থের লেখা জুযউ রফইল ইয়াদায়নের যহিরিয়্যাহ নুসখা থেকে গৃহীত যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। আল হামদু লিল্লাহ।

ইমাম আবূ দাউদের এ বর্ণনাটির দোষত্রুটি বাতিল। কেননা, এর সনদকে ইমাম বুখারী, বাগাবী, ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু তাইমিয়্যাহ নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন। নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ একে বিশুদ্ধ বলেছেন। (দেখুন নূরুল আইনাইন ৬৪ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং ৪২

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ " : رَأَيْتُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَاسْتَوَى قَائِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ"

ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মা'মার থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন তৃহমান থেকে, তিনি আবুয যুবায়র থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি। তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি কান বরাবর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। যখন তিনি রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। আর যখন তিনি (দু রাকআত শেষে) দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন।[৫৪]

হাদীস নং ৪৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ "كَانَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ"

আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আল লাইস থেকে, তিনি নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন, আবদুল্লাহ) ইবনু উমার যখন সালাতের জন্য উদ্যত হতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূতে যেতেন, আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করতেন, আর যখন দুই সিজদা (রাকআত) থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৫৫]

---

৫৪. হাদীসটির সনদ হাসান। মাসায়িলে আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ও (১/২৪৪, ২৪৩) ও আত তাহমীদ (৯/২১৭) গ্রন্থে এর শাহেদ হাদীস রয়েছে।

৫৫. সহীহ। ইমাম বুখারীর মত অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ যখন আবদুল্লাহ বিন সালিহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তার হাদীস সহীহ। (তাহযীবুত তাহযীব, হাদীউস

হাদীস নং ৪৪

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

মূসা বিন ইসমাঈল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি আইয়ূব থেকে, তিনি নাফি‘ থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। নাবী (ﷺ) যখন (তাহরিমার) তাকবীর বলতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূ‘তে যেতেন তখন, যখন রুকূ‘ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন (তখনও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[৫৬]

হাদীস নং ৪৫

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ"

মূসা বিন ইসমাঈল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি নাসর বিন আসিম থেকে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস থেকে বর্ণনা করেছেন।

সারী মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী, প্রমুখ) সুতরাং "কাসীরুল গালাত" কর্তৃক এ বর্ণনার দোষত্রুটি নির্ণয়টি বাতিল। এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৫৬. হাদীসটি সহীহ। মূসা বিন ইসমাঈল থেকেও ইমাম বাইহাকী তার মা'রিফাতুস সুনান ((১/৪২) এটি বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ বিন সুলাইমানের স্মৃতিশক্তি খর্ব হওয়ার পূর্বে বর্ণিত হাদীস এটি। (আল কাওয়াকিবুন নিরাত, প্রমুখ) তাছাড়া এর বহু শাহেদ হাদীস রয়েছে। ইমাম মুসলিমও এটি কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন (৩৯১/৮৬৫)।

নিশ্চয় নাবী (ﷺ) যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন কানের ছিদ্র বরাবর দু'হাত উঠাতেন (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)। যখন রুকূ'তে যেতেন তখন, যখন রুকূ' থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন।[৫৭]

হাদীস নং ৪৬

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ ، قَالَ اِبْنُ عُلَيَّةَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ أَنْ أَبَا قِلَابَةَ ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا قَامَ اَدْعَمَ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ وَكَانَ يَطْمَئِنُّ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ يَقُوْمُ وَذَكَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ.

মাহমুদ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু উলাইয়াহ থেকে, তিনি খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ কিলাবা যখন রুকূ'তে যেতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন, যখন রুকূ' থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন। যখন তিনি সাজদায় যাওয়ার জন্য ঝুঁকতেন তাঁর দু' হাঁটু দিয়ে শুরু করতেন। যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন দু হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। প্রথম রাকআত শেষে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে তারপর উঠে দাঁড়াতেন। তিনি হাদীসটি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস থেকে উল্লেখ করেছেন।[৫৮]

---

৫৭. হাদীসটি সহীহ। ইবরাহীম বিন তাহমান বলেন, যে ব্যক্তি রফউল ইয়াদায়ন করেন না, এমন একজন ব্যক্তি বললেন, তাহলে তিনি প্রথম রফউল ইয়াদায়ন করার কথা কোথায় পেলেন? (ইবনু হাজারের ইতহাফুল মাররাহলার (১৩/৮৯) বরাতে সহীহ ইবন হিব্বান।

৫৮. হাদীসটি যঈফ। এখানে দুজন মাহমূদ নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। যদি মাহমূদ বিন গাইলান হয় তাহলে হাদীসটি সহীহ। আর যদি মাহমূদ বিন ইসহাক আল খাযাঈল হয়ে থাকে তাহলে হাদীসটি মুনকাতি'। এরকম অনিশ্চয়তার কারণে হাদীসটিকে যঈফ হিসেবেই ধরে নেয়া হলো। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস নং ৪৭

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ "كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَاسْتَوَى قَائِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ"

আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ আমির থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন ত্বাহমান থেকে, তিনি আবুয যুবায়র থেকে, তিনি ত্বাউস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তার দু'কান বরাবর রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন। যখন তিনি রুকূ' থেকে তাঁর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ (রফ্উল ইয়াদায়ন) করতেন।[৫৯]

হাদীস নং ৪৮

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ وَحِينَ يَرْكَعُ"

মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ থেকে, তিনি ইসমাঈল থেকে, তিনি স্বালিহ বিন কাইসান থেকে, তিনি আবদুর রহমান আল আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সালাত শুরু করতেন আর যখন রুকু'তে যেতেন তখন তাঁর কাঁধ বরাবর (দু'হাত উঠিয়ে) রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[৬০]

---

৫৯. হাদীসটি সহীহ। আবূ যুবায়র তাদলীসের কারণে হাদীসটি দুর্বল হলেও এর অনেকগুলো শাহেদ হাদীস থাকার কারণে সহীহ বলে স্বীকৃত।

৬০. হাদীসটির মত সহীহ। ইসমাঈল বিন আইয়াশের সিরিয়ার বাইরের লোক থেকে বর্ণনার কারণে এর সনদ দুর্বল। (ইসমাঈল বিন আইয়াশের সিরিয়ান নন এমন

হাদীস নং ৪৯

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ "كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

ইসমাঈল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মালিক থেকে, তিনি নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার যখন সালাত আরম্ভ করতেন আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখন তাঁর কাঁধ বরাবর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৬১]

হাদীস নং ৫০

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ ، يَقُولُ : « لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ ، وَزِيْنَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ ، وَإِذَا رَكَعْتَ ، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ »

মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি (মুহাম্মাদ) বিন আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল নু'মান বিন আবূ আইয়াশকে বলতে শুনেছি, প্রতিটি জিনিসের একটি সৌন্দর্য রয়েছে, আর সালাতের সৌন্দর্য হচ্ছে তোমার রফ্‌উল ইয়াদায়ন করা, যখন তুমি

ব্যক্তি থেকে বর্ণনার কারণে দুর্বল মনে করা হয়েছে)। কিন্তু এর অনেক শাহেদ হাদীস আছে। (দেখুন সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (১/৩৪৪) ভারতীয় ছাপার মধ্যে মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল এর পর "আখবারানা আফিয়া" কথাটি ভুল। সঠিক শব্দ হলো "আখবারানা আবদুল্লাহ" যা আসল যহিরিয়্যাহ কপিতে উল্লেখ আছে।

৬১. হাদীসটি সহীহ। ইমাম মালিকের সনদে সুনান আবূ দাউদে এ বর্ণনাটি উল্লেখ আছে। ভারতীয় ছাপা সহ বেশ কিছু ছাপায় হাদ্দাসানা ইসমাঈল কথাটির পর হাদ্দাসানা মালিক কথাটি ছুটে গেছে। যেটি আসল যহিরিয়্যাহ মুদ্রণের মধ্যে রয়েছে।

(সালাত শুরুর) তাকবীর দিবে, যখন রুকূ'তে যাবে, আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করবে (তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করা)।[৬২]

হাদীস নং ৫১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ : « رَفَعَ الْأَيْدِيْ لِلتَّكْبِيْرَةِ ، قَالَ : وَأَرَاهُ حِيْنَ نَنْحَنِيْ »

মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি আল আওযাঈ থেকে, তিনি হাসান বিন আত্বিয়্যাহ থেকে, তিনি আল কাসিম বিন মুখাইমিরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রফ্‌উল ইয়াদায়ন হচ্ছে তাকবীরের জন্য। তিনি বলেন, আমি যখন ঝুঁকতাম তখন তাকে দেখেছি (অর্থাৎ যখন রকূ'র জন্য ঝুঁকতাম তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতাম)।[৬৩]

হাদীস নং ৫২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ " : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، " يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ"

---

৬২. এর সনদ সহীহ। ভারতীয় ছাপায় "আখবারানা আবদুল্লাহ বিন আজলান" লেখা আছে, যা ভুল। যহিরিয়্যাহ নুসখার মধ্যে যা আছে তা হলো। মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল পরে "আখবারানা আবদুল্লাহ,আখবারানা আজলান রয়েছে। আর এটিই সঠিক। মুহাম্মাদ বিন আজলানের হাদীস শ্রবণটা সত্যায়িত হয়েছে। তাই তিনি একজন বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তাকে সিকাহ ও সত্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রতি ইখতিলাত এর অভিযোগ সত্য নয়।

৬৩. হাদীসটির সনদ সহীহ।

মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি শারীক থেকে, তিনি আল লাইস থেকে, তিনি আত্বা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ ও আবূ সাঈদ আল খুদরী ও ইবনু আব্বাস [রাযিয়াল্লাহ আনহুম]-কে দেখেছি, তারা যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূ'তে যেতেন তখন, যখন রুকূ' থেকে তাদের মাথা উঠাতেন তখনও (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[৬৪]

হাদীস নং ৫৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : « رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعَطَاءً ، وَمَكْحُوْلًا : يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَكَعُوْا ، وَإِذَا رَفَعُوْا »

মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আমাদেরকে খবর দিয়েছেন। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি ইকরামাহ বিন আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সালিম বিন আবদুল্লাহ, আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ, আত্বা, ও মাকহূলকে দেখেছি, তারা সালাতে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূতে যেতেন ও যখন (রুকূ' থেকে মাথা) উঠাতেন।[৬৫]

হাদীস নং ৫৪

وَقَالَ جَرِيْرٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَا نَافِعٌ ، وَطَاوُسٌ يَفْعَلَانِهِ .

---

৬৪. হাদীসটি হাসান। মূল জহিরিয়া নুসখার মধ্যে হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল লেখা আছে যেখানে ভারতীয় ছাপায় শুধু হাদ্দাসানা মাকাতিল লেখা রয়েছে। যা ভুল।

৬৫. এর সনদ হাসান। যদিও ইকরিমা বিন আম্মার হাদীস শ্রবণের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন। তথাপি তিনি হাসানুল হাদীস। (যার বর্ণিত হাদীস হাসান)

জারীর লাইস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আত্বা ও মুজাহিদ উভয়ে সালাতে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। নাফি‘, ত্বাউসও অনুরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন।[৬৬]

হাদীস নং ৫৫

وَعَنْ لَيْثٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُسٍ وَأَصْحَابِهِ « أَنَّهُمْ كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوْا »

লাইস থেকে বর্ণিত, তিনি উমার, সাঈদ বিন যুবায়র ও ত্বাউস সূত্রে বর্ণনা করেন, তারা ও তাদের সঙ্গী সাথীরা যখন রুকূ‘ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৬৭]

হাদীস নং ৫৬

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ " : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

মূসা বিন ইসমাঈল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ থেকে, তিনি আসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তাকবীর বলতেন, অতঃপর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখনই রুকূতে যেতেন ও রুকূ‘ থেকে মাথা উঠাতেন (তখনও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[৬৮]

---

৬৬. হাদীসটি হাসান। এটি পূর্ণ সনদ সহকারে যদিও পাওয়া যাইনি, তথাপি আত্বা, মুজাহিদ, নাফি‘ ও ত্বাউস কর্তৃক রফউল ইয়াদানের হাদীস বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত।

৬৭. হাদীসটি হাসান। এটি মুত্তাসিল সনদে পাওয়া যাইনি। কিন্তু এর অনেক শাহেদ হাদীস থাকার কারণে হাসান।

৬৮. হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস নং ৫৭

حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ"

খালীফাহ বিন খাইয়াত্ব আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াযীদ বিন যুরাই' থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসর বিন আসিম তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি তিনি যখন রুকূতে যেতেন, রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন দু'কানের লতি বরাবর (তাঁর দুই হাত উঠিয়ে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৬৯]

হাদীস নং ৫৮

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ ، قَالَ : « رَأَيْتُ مُحَمَّدًا وَالْحَسَنَ ، وَأَبَا نَضْرَةَ ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ ، وَنَافِعًا ، وَابْنَ أَبِيْ نَجِيْحٍ إِذَا افْتَتَحُوْا الصَّلَاةَ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ ، وَإِذَا رَكَعُوْا ، وَإِذَا رَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ مِنْ الرُّكُوْعِ » قَالَ الْبُخَارِيُّ : « وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَقَدْ تَوَاطَئُوْا عَلَى رَفْعِ الْأَيْدِيْ.

আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, তিনি আর রবী' বিন সবীহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (ইবনু সিরীন), আল হাসান

---

৬৯. হাদীসটি সহীহ। সাঈদ বিন আবূ আরূবা থেকে ইমাম মুসলিম (২৬/৩৯১) এটি বর্ণনা করেছেন।

(আল বাসরী), আবূ নাযরাহ, আল কাসিম বিন মুহাম্মাদ, আত্বা, ত্বাউস, মুজাহিদ, আল হাসান বিন মুসলিম, নাফি‘, ইবনু আবূ নাজীহ (সকলকে) দেখেছি, তারা যখন সালাত আরম্ভ করতেন, যখন রুকূতে যেতেন, আর যখন রুকূ‘ থেকে তাদের মাথা উঠাতেন তখন তারা রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৭০]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, তারা সকলে মক্কা, মাদীনাহ, ইয়ামান ও ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। তারা সকলেই রফ্‌উল ইয়াদায়ন এর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীস নং ৫৯

وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ الرَّبِيْعِ قَالَ : « رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ : يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوْا ، وَإِذَا سَجَدُوْا » وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : هَذَا مِنْ السُّنَّةِ.

ওয়াকী‘ আর রবী‘ সূত্রে বলেন, (আর রবী‘ বলেছেন), আমি আল হাসান (আল বাসরী) মুজাহিদ, আত্বা, ত্বাউস, কাইস ইবনু সা‘দ, আল হাসান বিন মুসলিম (সকলকে) দেখেছি, তারা রুকূ‘তে যাওয়ার সময়, ও সাজদায় যাওয়ার সময় (অর্থাৎ রুকূ‘ করার পর) তাদের (দু’ হাত উঠিয়ে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৭১]

আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, এটি (রাসূল ﷺ)-এর) সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

---

৭০. হাদীসটি হাসান। হাদীসটি রাবী‘ বিন সাবীহ থেকে মুত্তাসিল সনদে আবূ বকর আল আসরাম বর্ণনা করেছেন। (আত তামহীদ ৯ম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা) রাবী বিন সাবীহ জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী বলে বিবেচিত হলেও এর অন্যান্য শাহেদ হাদীস থাকার কারণে এটি হাসানের পর্যায়ে বিবেচিত হয়েছে।

৭১. হাদীসটি দুর্বল। বর্ণনাটি পূর্ণ মুত্তাসিল সনদে পাওয়া যায়নি। কায়স বিন সাদের রফউল ইয়াদায়ন অন্য আলিম থেকে ভিন্ন সনদে প্রমাণিত।

হাদীস নং ৬০

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : « رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَطَاوُسًا ، وَمَكْحُوْلًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ دِيْنَارٍ ، وَسَالِمًا : يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُهُمْ الصَّلَاةَ ، وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ ، وَالسُّجُوْدِ »

আমর বিন ইউনুস বলেন, আমাদেরকে ইকরামা বিন আম্মার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আল কাসিম, ত্বাউস, মাকহূল, আবদুল্লাহ বিন দীনার ও সালিম (সকলকে) দেখেছি, যখন তারা সালাত আরম্ভ করতেন, রুকূ'তে যাওয়ার সময় ও সাজদায় যাওয়ার (পূর্বে, অর্থাৎ রুকূ' করার পর) তাদের (দু' হাত উঠিয়ে) রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[৭২]

হাদীস নং ৬১

وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ « كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ » . قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : لَعَلَّهُ كَانَ فَعَلَهُ مَرَّةً ، وَهَذَا ظَنٌّ مِنْهُ لِقَوْلِهِ : فَعَلَهُ مَرَّةً مَعَ أَنَّ وَائِلًا ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ ، وَلَا يَحْتَاجُ وَائِلٌ إِلَى الظُّنُوْنِ لِأَنَّ مُعَايَنَتَهُ أَكْثَرُ مِنْ حُسْبَانِ غَيْرِهِ.

ওয়াকী' বলেন আল আ'মাশ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে বলেন, তাঁর নিকট ওয়ায়িল বিন হুজরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ যখন রুকূ' করতেন ও যখন সাজদাহ করতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন। ইবরাহীম বলেন, সম্ভবত তিনি (রফ্উল ইয়াদায়ন) একবার করেছেন।[৭৩]

---

৭২. হাদীসটি হাসান। এ বর্ণনাটি সনদ সহকারে পাওয়া যাইনি। তথাপি শাহেদ থাকার কারণে এটি হাসান। আসল যাহিরিয়া কপিতে উমার বিন ইউনুস রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় কপিগুলোতে তার নামটি ছুটে গেছে।

৭৩. হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটি পূর্ণ সনদ সহকারে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, আ'মাশ হচ্ছেন মুদাল্লিস। তার আন আন করে বর্ণনার কারণে এটি দুর্বল হিসেবে

এটি তার ধারণাপ্রসূত (সম্ভাবনার) কথা যে, তিনি তা একবার করেছেন। যেখানে ওয়ায়িল বিন হুজর বর্ণনা করছেন যে, তিনি নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণকে একাধিকবার দেখেছেন, তারা রফ্উল ইয়াদায়ন করেছেন। ওয়ায়িলের ধারণা ও মানুষের মন্তব্য জানার প্রয়োজন পড়েনি, কেননা তার স্বচক্ষে দেখাটা অন্যের ধারণার চেয়ে শ্রেয়।

وَقَدْ بَيَّنَهُ زَائِدَةُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : " لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ . "

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, যায়েদা তাকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আসিম আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা (কুলাইব বিন আল জারমী) থেকে, নিশ্চিতভাবে তাকে ওয়ায়িল বিন হুজর এ মর্মে সংবাদ পৌঁছিয়েছেন যে, (ওয়ায়িল বলেন), আমি বলছি, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সালাতের দিকে খেয়াল করেছি, তিনি কিভাবে সালাত আদায় করেছেন, সুতরাং তিনি (সালাত শুরুর) তাকবীর দিয়ে রফ্উল ইয়াদায়ন করলেন, যখন রুকূ' করলেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করলেন, এরপর যখন তিনি রুকু' থেকে মাথা উঠালেন তখনও অনুরূপ করলেন। এরপর পুনরায় আমি শীতের মৌসুমে তাদের নিকট আসলাম, তখন লোকদের দেখলাম তারা (শীতের) কাপড় পরিহিত; তাদের হাতগুলো কাপড়ের নীচে (রফ্উল ইয়াদায়ন করার কারণে) নড়াচড়া করছে।[৭৪]

فَهَذَا وَائِلٌ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ

বিবেচিত। (খাযাইনুস সুনান (১/১), সরফরায সফদার দেওবন্দী ও যে কোন উর্সূলে হাদীসের কিতাব দ্রষ্টব্য)

৭৪. হাদীসটি সহীহ।

সুতরাং এ হাদীসটি ওয়ায়িল নিজেই বর্ণনা করছেন যে, তিনি নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণকে একের পর এক রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে দেখেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْـنُ إِدْرِيـسَ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ ، يَقُولُ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، قُلْتُ : " لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَافْتَتَحَ الصَّلاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ"

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু ইদরীস থেকে, তিনি বলেন, আমি আসিম বিন কুলাইব থেকে শুনেছি, তিনি তার পিতার নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি ওয়ায়িল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, আমি মদীনায় এসে বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহর (ﷺ)-এর সালাত প্রত্যক্ষ করব। সুতরাং তিনি তাকবীর দিয়ে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করে সালাত আরম্ভ করলেন, এরপর যখন (রুকূ থেকে) মাথা উঠালেন, তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন।[৭৫]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَـافِعٍ " :أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِـنَ الرُّكُوعِ"

ইসমাঈল বিন আওয়াইস আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মালিক থেকে, তিনি নাফি‘ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার যখন সালাত আরম্ভ করতেন আর যখন রুকূ‘ থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৭৬]

৭৫. এর সনদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (৬৪১) একে সহীহ বলেছেন।

৭৬. হাদীসটি সহীহ। মুওয়াত্তা মালিকের অনেকগুলো নুসখা বিদ্যমান। ইসমাঈল বিন আবূ আওয়ইস এর নুসখায় এ হাদীসটি হুবহু এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী এখান থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

"حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ"

আইয়াশ (বিন আল ওয়ালীদ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল আ'লা থেকে, তিনি হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস (বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রুকূ'র সময় রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[৭৭]

আদাম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শু'বাহ থেকে, তিনি আল হাকাম বিন 'উতাইবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ত্বাউসকে দেখেছি, তিনি যখন (সালাত শুরুর) তাকবীর বলতেন আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[৭৮]

ইমাম বুখারী বলেন, যে ব্যক্তির ধারণায় রফ্উল ইয়াদায়ন বিদআত বলে বিবেচিত হবে, সে মূলতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদেরকেই (অপবাদ দিয়ে) দোষারোপ করল, এবং তাদের পরবর্তী হিযাজ, মক্কা, মাদীনার অধিবাসী, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইরাক, সিরিয়া ও ইয়ামানের অধিবাসী, খোরাসানের অধিবাসী আলিম যাদের মধ্যে (আবদুল্লাহ) ইবনুল মুবারক, এমনকি আমাদের শাইখগণ, তন্মধ্যে ঈসা বিন মূসা, আবূ আহমাদ, কা'ব বিন সাঈদ, আল হাসান বিন জা'ফর, মুহাম্মাদ বিন সালাম, রায়পন্থী ছাড়া সকলেই, আলী বিন আল হাসান, আবদুল্লাহ বিন উসমান, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, স্বাদাকাহ, ইসহাক, ইবনুল মুবারকের সকল সঙ্গীদেরকেই (দোষারোপ করল)।

সুফইয়ান সাওরী, ওয়াকী' এবং কুফার কতিপয় ব্যক্তিবর্গ (যারা) রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন না।[৭৯]

আর তাঁরা (সুফইয়ান সাওরী ও ওয়াকী' রফ্উল ইয়াদায়নের প্রমাণে) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা রফ্উল ইয়াদায়নকারীদের বাধা

---

৭৭. হাদীসটি সহীহ।

৭৮. হাদীসটির সনদ সহীহ।

৭৯. কোন সহীহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, সুফইয়ান সাওরী ও অকী' সালাতে রফউল ইয়াদায়ন করতেন না। আল্লাহই ভাল জানেন।

দেননি। এটি যদি ঠিক না হতো, তাহলে তারা এ হাদীসগুলো উল্লেখ করতেন না। কারণ কারো জন্য রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে এমন কিছু বলা অনুচিত যা তিনি বলেননি। কেননা, নাবী (ﷺ) এর বাণী :

যে ব্যক্তি এমন কিছু বলল যা আমি বলিনি, তাহলে সে জাহান্নামে তার আবাসস্থল বানিয়ে নিল।

আর নাবী (ﷺ)-এর কোন একজন সাহাবী থেকেও রফ্‌উল ইয়াদায়ন না করার কথা প্রমাণিত নয়। আর এর সূত্রাবলী রফ্‌উল ইয়াদায়নের হাদীসগুলোর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ নয়।

হাদীস নং ৬৬

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ " يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ ."

মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর আল মুকাদ্দামী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মু'তামার থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ বিন উমার থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি সালিম বিন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি তার পিতা (ইবনু উমার) থেকে, তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ﷺ) যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, যখন রুকূ' করার ইচ্ছ পোষণ করতেন ও রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন, আর যখন তিনি দু' রাকাআত শেষে উঠে দাঁড়াতেন এর প্রতিবারই রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। আবদুল্লাহ (ইবনু উমার)ও তা (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন।[৮০]

---

৮০. হাদীসটি সহীহ। মু'তামার বিন সুলাইমান থেকে ইমাম নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান এটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং ৬৭

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ " : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا رَكَعَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

কুতাইবাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হুশাইম থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালিম (বিন আবদুল্লাহ) থেকে, তিনি তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনু উমার) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, আর যখন রুকূ‘ করতে (উদ্যত হতেন) তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, আর যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন (তখনও রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[৮১]

হাদীস নং ৬৮

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ " : ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"

আবদুল্লাহ বিন সালিহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আল লাইস থেকে, তিনি ‘আকীল থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে সালিম বিন আবদুল্লাহ এ মর্মে খবর দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন কাঁধ বরাবর (তাঁর দু’ হাত উঠিয়ে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, আর যখন রুকূ‘ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, আর রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠানোর পরও (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[৮২]

---

৮১. হাদীসটি সহীহ।

৮২. হাদীসটি সহীহ।

হাদীস নং ৬৯

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا . " وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাওশাব আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল ওয়াহহাব থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি নাফি‘ থেকে, তিনি (আবদুল্লাহ) ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন, আর যখন রুকূ‘ করতেন, আর যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, আর যখন দু'রাকাআত শেষে উঠে দাঁড়াতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি সালিম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে, তিনি নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।[৮৩]

হাদীস নং ৭০

وَزَادَ وَكِيعٌ عَنْ الْعُمْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ « أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ »

আর ওয়াকী‘ আল উমরী থেকে, তিনি নাফি‘ থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে, তিনি নাবী (ﷺ) থেকে কিছুটা বেশি (যা) উল্লেখ করেছেন। নাবী (ﷺ) যখন রুকূ করতেন ও সাজদাহ করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৮৪]

---

৮৩. হাদীসটি সহীহ।

৮৪. হাদীসটি দুর্বল। অকী‘ থেকে পূর্ণ সনদ সহকারে এ বর্ণনাটি পাওয়া যায়নি। মুসনাদ আহমাদে এ বর্ণনাটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আহমাদের সনদটি

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, নিরাপদে সংরক্ষিত কথা যা উবাইদুল্লাহ, আইয়ূব, মালিক, ইবনু জুরাইজ, আল লাইস, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হেজায ও ইরাকবাসী নাফি‘ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনু উমার থেকে রুকূ‘র সময় ও রুকূ‘ থেকে মাথা উঠিয়ে (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করা বিষয়ে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

যদি আল উমরী যিনি নাফি‘ থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা বিশুদ্ধ হতো তাহলে তা প্রথমটির ব্যতিক্রম হতো না। কেননা তারা সকলেই "যখন তিনি রুকূ থেকে তার মাথা উঠাতেন" (এ কথাটি) বলেছেন। যদি এটি প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা উভয়টির উপর আমল করব। আর এটি এমন কোন বিপরীত কথা নয় যা পরস্পর পরস্পরের প্রতি মতভেদ করে থাকে। কেননা এটি একটি অতিরিক্ত কর্ম। আর যখন অতিরিক্ত কর্ম (বিশ্বস্ত রাবীদের দ্বারা বর্ণনার মাধ্যমে) প্রমাণিত হয়ে যায় তখন তা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

ওয়াকী‘ ইবনু আবূ লাইলা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি নাফি‘ থেকে, তিনি ইবনু উমার ও ইবনু আবূ লাইলা থেকে, তিনি আল হাকাম থেকে, তিনি মুকসিম থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শুধুমাত্র সাত স্থানে দু’ হাত উঠবে। সলাত আরম্ভের সময়, কা‘বাকে সম্ভাষণ জানানোর সময়, সাফা ও মারওয়ায়, আরাফাহ (ও মুযদালিফায়) একত্রিত হওয়ার দু’টি স্থানে, দু’টি জামরায়।[৮৫]

আলী বিন মাসহার ও মুহারাবী উভয়ে ইবনু আবী লাইলা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল হাকাম থেকে, তিনি মুকসিম থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাসান। নাফি‘ থেকে আল উমরী’র বর্ণনাটি হচ্ছে (সালিহ) হাসান। (দেখুন উসূলে হাদীসগ্রন্থ ও আসারুস সুনান)

৮৫. হাদীসটি যঈফ। এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল। একই বর্ণনা যা মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবার মধ্যে রয়েছে সেটিও বর্ণনায় আত্বা বিন আস সায়িব এর উলট পালট করে বর্ণনার কারণে দুর্বল। (দেখুন ইবনুল কায়াল এর আল কাওয়াকিবুন নীরাত, মুখতালাতীনদের তালিকা গ্রন্থ) তাই ইবনু আবূ লাইলার পক্ষে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ নয়।

শু'বাহ বলেন, আল হাকাম মিকসাম থেকে ৪টি হাদীস ব্যতীত কোন হাদীস শুনেন নি। আর তন্মধ্যে এ হাদীসটি নেই।

আর এ কথা নাবী (ﷺ) থেকে নিরাপদে সংরক্ষিত কথা নয়। কেননা নাফি'র ছাত্ররা এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। আর মিকসাম থেকে আল হাকামের বর্ণনাটি মুরসাল (অর্থাৎ মুনকাতি' বা ছিন্নসূত্রে বর্ণিত হাদীস)

ত্বাউস, আবূ জামরাহ ও আত্বা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে রুকুর সময় ও রুকূ' থেকে তার মাথা উঠানোর পর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে দেখেছেন। এমনকি (তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে,) ইবনু আবূ লাইলার হাদীস "সাত স্থানে রফ্‌উল ইয়াদায়ন" সহীহ। কিন্তু ওয়াকী'র হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, "এ স্থান ব্যতীত রফ্‌উল ইয়াদায়ন করা যাবে না"। বরং এ সকল স্থানে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করা যাবে, রুকূ' এর সময় করা যাবে, রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে করা যাবে, অর্থাৎ এ সকল হাদীসের উপর আমল হবে। এটি কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বের বিষয় নয়। এই সকল (সালাতে রফ্‌উল ইয়াদান অস্বীকারকারীগণের) কথা অনুযায়ী ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে হবে। যেখানে তাদের কথা অনুযায়ী ১৪টি তাকবীর। (এই তাকবীরসমূহ) যা ইবনু আবূ লাইলার হাদীসে (অন্তর্ভুক্ত) নেই।

আর এটি প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা (কুফাবাসী) আবূ লাইলার হাদীসকে বিশ্বাস করেননি। কুফাবাসীদের কেউ কেউ বলেছেন, জানাযার তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে হবে যেখানে তাকবীর সংখ্যা ৪। আর এ সকল (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) হচ্ছে আবূ লাইলার হাদীসের (বাইরে) অতিরিক্ত (রফ্‌উল ইয়াদায়ন)।

আর নাবী (ﷺ) থেকে বহু সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এই সাত স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।

হাদীস নং ৭১

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الاسْتِسْقَاءِ "

মূসা ইবন ইসমাঈল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি সাবিত থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসতিসকার (বৃষ্টিপ্রার্থনার) সালাতে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[৮৬]

হাদীস নং ৭২

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ : يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ ، يَقُولُ " : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلا تُعَاقِبْنِي ، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَلا تُعَاقِبْنِي فِيهِ"

মুসাদ্দাদ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ আওওয়ানাহ থেকে, তিনি সিমাক বিন হারব থেকে, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে নিশ্চিতরূপে শুনে বর্ণনা করেছেন, তিনি [আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেছেন তিনি দু' হাত তুলে দু'আ করছেন : নিশ্চয়ই আমি মানুষ, সুতরাং তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান কর না। মু'মিনদের মধ্যে আমি যদি কাউকে কষ্ট বা অপমান করে থাকি, তাহলে সেজন্য আমাকে শাস্তি প্রদান কর না।[৮৭]

হাদীস নং ৭৩

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ، وَتَهَيَّأَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، قَالَ : " اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ"

---

৮৬. হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সহীহ। হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও (৮৯৬) বর্ণিত হয়েছে।

৮৭. হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম বুখারী তাঁর আল আদাবুল মুফরাদেও মুসাদ্দাদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা থেকে সাম্মাকের বর্ণনা সব সময়ই দুর্বল। (তাহযীবুত তাহযীব প্রমুখ) মুসনাদ আহমাদে (৬/২৫৮) আফফান মুসাদ্দাদকে সমর্থন করেছেন। এ বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমেও ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রফউল ইয়াদায়ন করতেন।

আলী (বিন আল মাদীনী) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফইয়ান (বিন উইয়াইনাহ) থেকে, তিনি আবূয যিনাদ থেকে, তিনি আল আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিবলামুখী হলেন, (দু'আর জন্য) প্রস্তুত হলেন, এরপর রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন, আর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হিদায়াত দান কর, তাদেরকে (ইসলামের ছায়াতলে) নিয়ে আস।[৮৮]

হাদীস নং ৭৪

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ، وَمَنَعَةٍ حِصْنِ دَوْسٍ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَا ذَخَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ، وَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرِضَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى قَرْنٍ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدَجَيْهِ فَمَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ ، قَالَ : غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَا شَأْنُ يَدَيْكَ ؟ قَالَ : قِيلَ إِنَّا لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْسِكِ ، فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : " اللهُمَّ، وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ " ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ

আবুন নু'মান আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ বিন যায়দ থেকে, তিনি হাজ্জাজ আস সাওয়াফ থেকে, তিনি আবূয যুবায়র থেকে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় আত তুফাইল বিন আমর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, আপনার কি একটি দুর্গ প্রয়োজন, আর দাউস গোত্রের দুর্গের ক্ষমতা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রস্ত

---

৮৮. হাদীসটি সহীহ। ইমাম বুখারী হাদীসটি আল আদাবুল মুফরাদেও (৬১১) আলী বিন আল মাদীনী থেকে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন। মুসনাদ আল হুমাইদী. এই বর্ণনাটি সহীহুল বুখারীতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

াবটি ফিরিয়ে দিলেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা আনসারদেরকে (এরচেয়ে ভাল অবস্থায়) ফিরিয়ে আনবেন। তুফাইল ও তার গোত্রের অন্য এক ব্যক্তি তার সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন তিনি তীরের একটা লোহার ফলা নিয়ে নিজের হাতের রগ কেটে দিলেন, আর তাতে সে মৃত্যুবরণ করলো। তুফাইল তাকে (সে লোকটিকে) স্বপ্নযোগে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, নাবী (ﷺ)-এর দিকে হিজরত করার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফাইল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কী হয়েছে? লোকটি জবাব দিল, আমাকে বলা হয়েছে তুমি স্বেচ্ছায় যেটি নষ্ট করেছ, আমি তা ঠিক করব না। তুফাইল পূর্ণ ঘটনাটি আল্লাহর রাসূলের সামনে বর্ণনা করলেন, আর তার দু'হাতের ব্যাপারে বললেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তার হাত দু'টিকে ঠিক করে দাও। তখন তিনি (ﷺ) দু হাত উঠিয়েছেন।[৮৯]

হাদীস নং ৭৫

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَرْسَلْتُ بَرِيرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ يَذْهَبُ ، فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَرَجَعَتْ بَرِيرَةُ ، فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ " : بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ"

কুতাইবাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি 'আলকামাহ বিন আবূ 'আলকামাহ থেকে, তিনি তার মা (মারযানাহ) থেকে, তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু

---

৮৯. হাদীসটি সহীহ।

আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (বাড়ি থেকে) বের হলেন। আমি বারীরাহকে তার পিছনে পিছনে পাঠালাম যেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা দেখতে পায়। তখন তিনি বাকীউল গারকাদ (গোরস্থানে) গেলেন। তিনি কবরস্থানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এবং দু' হাত উঠালেন, এরপর তিনি ফিরে আসলেন। বারীরাও ফিরে আসল। সে আমাকে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। সকাল বেলা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, বাকী (কবরস্থান) বাসীদের দু'আ করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছিলাম।[৯০]

হাদীস নং ৭৬

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ " يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ. "

মুসলিম (বিন ইবরাহীম) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শু'বাহ থেকে, তিনি আবদ রব্বিহী বিন সাঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত তাইমী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে এ মর্মে এক ব্যক্তি খবর দিয়েছেন, যিনি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আহজারে যাইত-এর নিকট দেখেছেন। তিনি সেখানে দু'হাত প্রসারিত করে দু'আ করছিলেন।[৯১]

---

৯০. হাদীসটির সনদ হাসান। ইমাম ইবনু হিব্বান (আল ইহসান ৩৭৪০), হাকিম (১ম খণ্ড ৪৮৮ পৃষ্ঠা), ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ মুসলিমে (১০৩/৯৭৪) এর একটি শাহেদ হাদীস রয়েছে।

৯১. হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম আবূ দাউদও তার সুনানে (১১৭২) মুসলিম বিন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। একই সনদে ইবনু হিব্বানেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস নং ৭৭

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا يَدَيْهِ حَتَّى بَدَا ضَبْعَاهُ ، يَدْعُو بِهِنَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"

ইয়াহইয়া বিন মূসা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল হামীদ থেকে, তিনি আবদুল মালিকের পুত্র ইবরাহীম থেকে, তিনি আবূ মুলাইকাহ থেকে, তিনি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দু হাত উঠিয়ে প্রসারিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি উসমান (বিন আফফান) (রাঃ)-এর জন্য দু'আ করছিলেন।[৯২]

হাদীস নং ৭৮

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ " ﷺ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. "

আবূ নু'আইম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আল ফুযাইল বিন মারযূক থেকে, তিনি আদী বিন সাবিত থেকে, তিনি আবূ হাযিম থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যিনি দীর্ঘ সফর করে এসেছেন। তার চুল ও সবকিছু ধুলিমলিন। সে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সমীপে দু হাত উঠিয়ে বলল, হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক!

---

৯২. এর সনদ দুর্বল। ইসমাঈল বিন আবদুল মালিক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৯ম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে এর সনদকে হাসান বলেছেন।

যেখানে তার খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্র হারাম, যা দ্বারা তার প্রতিপালন হয়েছে তাও হারাম, সেখানে কিভাবে তার দু'আ কবূল হতে পারে?[৯৩]

হাদীস নং ৭৯

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ زَوْجَهَا أَنَّهُ يَضْرِبُهَا ، فَقَالَ لَهَا " : اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ : كَيْتَ وَكَيْتَ " . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ عَادَ يَضْرِبُنِي ، فَقَالَ لَهَا : " اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَكَ "، فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ يَضْرِبُنِي فَقَالَ : " اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ : كَيْتَ وَكَيْتَ " ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ يَضْرِبُنِي فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ : " اللهُمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ"

মুসলিম (বিন ইবরাহীম) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন দাউদ থেকে, তিনি নু'আইম বিন হাকীম থেকে, তিনি আবূ মারইয়াম থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ওয়ালিদ (বিন উকবাহ)-এর স্ত্রীকে দেখলাম, সে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি যাও, এবং গিয়ে এমন এমন বল। সে গেল এবং আবার ফিরে এসে বলল, সে আবারও আমাকে মেরেছে। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি গিয়ে বল, নাবী (ﷺ) তোমাকে (না মারার জন্য) বলছেন। সে পুনরায় গেল, আবার ফিরে এসে বলল, সে এখনও আমাকে মারছে। তিনি বললেন, তুমি যাও, গিয়ে এরূপ এরূপ বল। সে বলল, অবশ্যই সে আমাকে (আবার) মারবে। তখন নাবী (ﷺ) তাঁর দু' হাত উঠালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আল-ওয়ালীদকে শাস্তি দাও।[৯৪]

---

৯৩. হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিমেও (১০১৫) ফুযাইল বিন মারযূক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৯৪. হাদীসটির সনদ হাসান। ইবনু হিব্বান ও ইমাম যাহাবী এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবূ মারইয়াম আস সাকাফীকে বিশ্বস্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হাদীস নং ৮০

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَـنْ حُمَيْـدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا تَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً : " فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْـتُ بَيَـاضَ إِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ " ، فَمَا صَـلَّيْنَا الْجُمُعَـةَ حَـتَّى أَهَـمَّ الـشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَحُبِسَ الرُّكْبَانُ فَتَبَسَّمَ لِسُرْعَةِ مَلالَةِ ابْنِ آدَمَ، وَقَالَ بِيَدِهِ : " اللهُـمَّ حَوَالَيْنَـا، وَلا عَلَيْنَـا . " فَتَكَـشَّطَتْ عَـنِ الْمَدِينَةِ.

মুহাম্মাদ বিন সালাম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসমাঈল বিন জা'ফর থেকে, তিনি হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক বছর বৃষ্টি হচ্ছিল না। মুসলিমদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টি বন্ধ, জমি জমা শুষ্ক হয়ে গেছে, ধন সম্পদ (গৃহপালিত পশু) ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' হাত উঠালেন, (তখন) আকাশে কোন মেঘ ছিল না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতটাই হাত উঠালেন যে, আমি তার দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চাচ্ছিলেন। আমরা জুমুআর সালাত শেষ করতেই পারিনি (গাঢ় বৃষ্টি) নেমে আসল। (বৃদ্ধরা দূরে থাক) যুবকেরাও নিকটবর্তী গৃহে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারল না। সপ্তাহকালব্যাপী বৃষ্টিধারা বজায় থাকল,

---

তাই হাদীসটিকে হাসানের নীচে নামানো যায় না। ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়িদ (৩/৪১২) গ্রন্থে বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। ওয়ালিদ বিন উকবার ব্যাপারে জানার জন্য দেখুন। (সিয়ার আ'লামুন নুবালা (৩/৪১২)।

এমনকি পরবর্তী জুমুআহ চলে আসল। সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়িঘরগুলো ভেঙ্গে গেছে, চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তিনি (ﷺ) আদম সন্তানের দ্রুত পরিতৃপ্তিতে মুচকি হাসলেন এবং হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে (বৃষ্টি দাও) আমাদের উপর নয়। তখন মাদীনা থেকে বৃষ্টি চলে গেল।[৯৫]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ " : كُنَّا نَجِيءُ وَ عُمَرُ يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَبْدُوَ كَفَّاهُ، وَيَخْرُجُ ضَبْعَاهُ"

মুসাদ্দাদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (আল কাত্তান) থেকে, তিনি জা'ফর থেকে, তিনি উসমান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা আসছিলাম, এমতাবস্থায় ইবনু উমার সালাতে লোকদের ইমামতি করছিলেন, এরপর তিনি আমাদের নিয়ে রুকূ'র পর কুনূত করলেন এবং তিনি দু'হাত উঠালেন, এমনকি তার হাতের দু তালু প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং দু' বাহু উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।[৯৬]

হাদীস নং ৮২

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ بَيَّاعُ الأَنْمَاطِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، قَالَ " : كَانَ عُمَرُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ"

---

৯৫. হাদীসটি সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (১৭৮৯) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহুল বুখারী (৯৩৩) ও সহীহ মুসলিমে (৮৯৭) এর অনেক শাহেদ হাদীস রয়েছে। তাই হুমাইদ আত তাওয়ীল এর আন আন করে বর্ণনা করায় কোন ক্ষতি হয়নি।

৯৬. হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইবনু আবী শায়বার হাদীসটি ফজরের কূনূতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট জা'ফর বিন মামূন দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত।

কাবীসাহ্ বিন উকবাহ্ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফইয়ান সওরী থেকে, তিনি আবূ আলী থেকে যিনি হচ্ছেন জা'ফর বিন মাইমূন যিনি কম্বল বিক্রেতা, তিনি বলেন, আমি আবূ উসমান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) কুনূতে দু'হাত উঠাতেন।[৯৭]

হাদীস নং ৮৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ " :أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ . "

আবদুর রহীম আল মুহারবী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যায়েদা (বিন কুদামাহ্) থেকে, তিনি আল লাইস (বিন আবূ সালীম) থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ থেকে, তিনি তার পিতা (আসওয়াদ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয় তিনি বিতরের শেষ রাকাআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন, আর তিনি রুকূ'তে যাবার পূর্বে দু'হাত উঠিয়ে কুনূত পাঠ করতেন।[৯৮]

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لا يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَيْسَ فِيهَا تَضَادٌ لأَنَّهَا فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ.

ইমাম বুখারী বলেন, এ সকল হাদীস সবই নাবী (ﷺ) সূত্রে প্রমাণিত সহীহ হাদীস। এ হাদীসগুলোর ব্যাপারে পরস্পর কোন মতবিরোধ দেখা দেয় নি। কেননা এ হাদীসগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানের।

---

৯৭. হাদীসটির সনদ দুর্বল।

৯৮. হাদীসটির সনদ দুর্বল। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট লাইস বিন আবূ সালীম দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত। জীবনের শেষ দিকে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তিনি তাদলীসের দায়েও অভিযুক্ত।

হাদীস নং ৮৪

قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ : « مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ » فَأَخْبَرَ أَنَسٌ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، وَمَا رَأَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ لِرَفْعِ الْأَيْدِيْ فِيْ أَوَّلِ التَّكْبِيْرَةِ . وَقَدْ ذَكَرَ أَيْضًا أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَقَوْلُهُ فِي الدُّعَاءِ سِوَى الصَّلَاةِ وَسِوَى رَفْعِ الْأَيْدِيْ فِي الْقُنُوْتِ.

সাবিত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইসতিসকার দু'আ ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতে দেখিনি।[৯৯]

আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরও বর্ণনা করেছেন যা তাঁর নিকট ছিল আর যা তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর এটি প্রথম তাকবীরে রফ্উল ইয়াদায়ন করার হাদীসের বিপরীত নয়।

আর আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরও বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (সালাত শুরুর) তাকবীর দিতেন, যখন রুকূ করতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন। আর তার এ বক্তব্য এটি সালাত ও কূনূতে হাত উঠানো ছাড়া।

হাদীস নং ৮৫

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ:"

মুহাম্মাদ বিন বাশশার আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে, তিনি হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি রুকূতে যাওয়ার সময় রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন।[১০০]

---

৯৯. হাদীসটি সহীহ। এর সমার্থক হাদীস সহীহুল বুখারী ও সহীহে মুসলিমে রয়েছে।

১০০. হাদীসটি সহীহ। যদিও হুমাইদ আত তাওয়ীল এর তাদলীসের কারণে এর সনদ দুর্বল তথাপি এটি অন্য বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত।

হাদীস নং ৮৬

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ. "

আদাম বিন আবূ ইয়াস আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শু'বাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি নাসর বিন আসেম থেকে, তিনি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস থেকে, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন (সালাত শুরুর) তাকবীর দিতেন, যখন রুকূ'তে যেতেন, আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন কান বরাবর উঠিয়ে।[১০১]

وَالَّذِي يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، أَبُو حُمَيْدٍ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كُلُّهُ صَحِيحٌ ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَحْكُوا صَلاةً، وَاحِدَةً فَيَخْتَلِفُوا فِي تِلْكَ الصَّلاةِ بِعَيْنِهَا مَعَ أَنَّهُ لا اخْتِلافَ فِي ذَلِكَ ، إِنَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, নাবী (ﷺ) রুকূ'র সময় ও রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে রফ্উল ইয়াদায়ন করেছেন। এর অতিরিক্ত আবূ হুমাইদ দশজন সাহাবীর সামনে বর্ণনা করেছেন (এ কথা) "নাবী (ﷺ) যখন দু সাজদাহ (রাক'আত) থেকে উঠে দাঁড়াতেন, (তখন রফ্উল ইয়াদায়ন করতেন)। এ সবগুলো কথাই বিশুদ্ধ। কেননা, তারা সকলেই একই সালাতের অবস্থা বর্ণনা করেন নি। (যেমন এক রাকআত বিতর) সুতরাং এখানে (ভিন্ন ভিন্ন সালাতের বর্ণনার কারণে) পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলে এর মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নেই। বরং তাদের কোন কোন

---

১০১. হাদীসটি সহীহ।

বর্ণনায় কিছু সংযুক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর সংযুক্তি বিদ্বানগণ কর্তৃক গৃহীত।

আর যে বর্ণনাটি আবূ বকর বিন আইয়াশ হুসাইন থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাতে প্রথম তাকবীর ব্যতীত রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতে দেখিনি। বরং মুজাহিদ থেকে এ বর্ণনাটির বিপরীত বর্ণিত হয়েছে।[১০২]

ওয়াকী' বলেন, তিনি আর রাবী' বিন সাবীহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে দেখেছি, তিনি (সালাতে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১০৩]

আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, আমি মুজাহিদকে দেখেছি, তিনি যখন রুকূ' করতেন আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।

জারীর আল লাইস থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (মুজাহিদ) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।

এগুলো বিদ্বানদের নিকট অধিক সংরক্ষিত।[১০৪]

সাদাক্বাহ (বিন আল ফযল) বলেন, মুজাহিদ থেকে ইবন উমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু উমার) প্রথম তাকবীর ছাড়া রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন না। এই হাদীসের বর্ণনাকারী (আবূ বকর বিন আইয়াশ) এর জীবনের শেষ দিকে তার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আর যা রবী' (বিন সাবীহ্) ও আল লাইস (বিন আবূ সালিম) এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ত্বাউস, সালিম, নাফি', আবুয যুবায়র, মুহারিব বিন দিসার ও অন্য অনেকেই বলেছেন, আমরা (আবদুল্লাহ্) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি, তিনি যখন (সালাতের প্রথম) তাকবীর দিতেন ও রুকূ' করতেন তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।

---

১০২. ৩নং হাদীসের ইমাম বুখারীর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১০৩. হাদীস নং ৫৭ দৃষ্টব্য।

১০৪. হাদীস নং ৫৩ দৃষ্টব্য।

হাদীস নং ৮৭

قَالَ مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا تَمَّامُ بْنُ نَجِيْحٍ قَالَ : « نَزَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَلَى بَابِ حَلَبٍ فَقَالُوْا اِنْطَلِقُوْا بِنَا نَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَرْكَعُ »

মুবাশশির বিন ইসমাঈল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাম্মাম বিন নাজীহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমার বিন আবদুল আযীয হালব নামক স্থানে উপনীত হলে লোকেরা বলল, আমাদেরকে নিয়ে চল, আমরা আমীরুল মুমিনীনের নিকট উপস্থিত থেকে এক সঙ্গে সালাত আদায় করব। এরপর উমার বিন আবদুল আযীয আমাদের সঙ্গে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে দেখলাম, তিনি রুকূ' করার সময় রফ্উল ইয়াদায়ন করলেন।[১০৫]

হাদীস নং ৮৮

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَيَقُولُ " : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ"

মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনুল মুবারক) থেকে, তিনি ইউনুস (বিন ইয়াযীদ আল আইলী) থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি সালীম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল

---

১০৫. হাদীসটির সনদ দুর্বল। তাম্মাম বিন নাজীহ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পরিগণিত। "বলল, আমাদেরকে নিয়ে চল" কথাটি তার নিজস্ব সংযুক্তি। আল্লাহ ভাল জানেন। হাফেয আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী এই বর্ণনাটিই ইমাম বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামাল ৩/২১২)

(ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি কাঁধ বরাবর (হাত উঠিয়ে) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। তিনি এরূপ তখনও করতেন যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন, আর যখন তিনি রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন আর বলতেন, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ। আর তিনি সিজদায় এরূপ (রফ্‌উল ইয়াদায়ন) করতেন না।[১০৬]

হাদীস নং ৮৯

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ " : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَى

মূসা বিন ইসমাঈল আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক থেকে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি দু সাজদাহর (রাকআতের) মাঝখানে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।[১০৭]

ইমাম বুখারী বলেন, নাবী (ﷺ) (সূত্রে বর্ণিত) হাদীস এক নম্বর (বিশুদ্ধ)।

হাদীস নং ৯০

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : « سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ »

---

১০৬. হাদীসটি সহীহ। মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল থেকে সহীহুল বুখারীতেও (৭৩৬) এটি বর্ণিত হয়েছে।

১০৭. হাদীসটির সনদ সহীহ। হাদীসে বর্ণিত দু সাজদাহর অর্থ দু' রাকআত। (১নং হাদীস দ্রষ্টব্য) এই দু রাকআত হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকআত। তাই এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যখন আনাস (রাঃ) দু রাকআত শেষে উঠে দাঁড়াতেন তখন রফউল ইয়াদায়ন করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মারফূ' হাদীস ও এই আসারটির মধ্যে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই।

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফইয়ান (বিন উইয়াইনাহ) থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি সালীম বিন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত অগ্রগণ্য (বলে বিবেচিত) হবে।[১০৮]

হাদীস নং ৯১

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : « لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ ، إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ. »

কুতাইবা (বিন সা'দ) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি আবদুল কারীম থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পর এমন কেউ নেই যে, সে নাবী (ﷺ)-এর কথাকে (ইচ্ছানুযায়ী) গ্রহণ করবে কিংবা ছেড়ে দিবে। (অর্থাৎ রাসূলের প্রতিটি বাণীরই অনুসরণ করতে হবে)।[১০৯]

হাদীস নং ৯২

حَدَّثَنَا فُدَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُوْ عِيْسَى قَالَ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو مَا تَقُوْلُ فِيْ رَفْعِ الْأَيْدِيْ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : « ذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ » . وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْإِيْمَانِ فَقَالَ : « اَلْإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ . فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِيْمَانَ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَاحْذَرُوْهُ »

ফুদাইক বিন সুলাইমান আবূ ঈসা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি

---

১০৮. হাদীসটির সনদ সহীহ।

১০৯. হাদীসটি যঈফ। যদিও হাদীসটি আন আন করে সুফইয়ান বিন উইয়াইনা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তথাপিও এই বর্ণনাটি ইবনু আবূ নাজীহ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। (সূত্র : আল আহকাম লি ইবনু হাযাম (১৫৭)। প্রধানত কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের আসরও এর পক্ষে।

বলেন, আমি বললাম, হে আবূ আমর! প্রতিটি তাকবীরের সময় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করা প্রসঙ্গে আপনার মত কী? তখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, এ কাজটি পূর্ববর্তী (সালাফদের) সময় থেকেই চলে আসছে।[১১০]

আল আওযাঈকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, আমি তাকে বলতে শুনলাম, তিনি বললেন, ঈমান বাড়ে ও কমে। যে বলে যে, ঈমান বাড়েও না, কমেও না সে হচ্ছে বিদআতী। তার থেকে বেঁচে থাক।

হাদীস নং ৯৩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ " : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ"

মুহাম্মাদ বিন আরআরাহ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি জারীর বিন হাযিম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি শুনেছি, নাফি‘ বলেছেন, (আবদুল্লাহ) ইবনু উমার যখন জানাযার তাকবীর দিতেন, তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১১১]

হাদীস নং ৯৪

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ " يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ"

---

১১০. হাদীসটি হাসান। ইমাম আওযাঈর 'যালিকাল আমরুল আওয়াল" বলে আসলে কী বোঝানো হয়েছে। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, এ ধারাটি পূর্ব থেকেই চলে আসছে। অর্থাৎ নাবী (ﷺ)-এর সময় থেকে ইমাম আওযাঈর সময়কাল পর্যন্ত রফউল ইয়াদায়ন করার প্রথাটি পরম্পরা চলে আসছে। প্রতিটি তাকবীর অর্থ হচ্ছে সালাত শুরুর তাকবীর, রুকূর তাকবীর ও জানাযার সালাতের তাকবীর উদ্দেশ্য।

১১১. হাদীসটির সনদ সহীহ। এ হাদীসটি মারফূ‘ হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। (নাসবুর রায়াহ (২/২৮৫)।

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন ইদরীস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উবাইদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। আর তিনি যখন দু রাকাআত শেষে উঠে দাঁড়াতেন তখনও (রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন)।[১১২]

হাদীস নং ৯৫

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ "

আহমাদ বিন ইউনুস আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যুহাইর থেকে, তিনি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে, নিশ্চয় তিনি নাফি' থেকে জেনেছেন, অবশ্যই আবদুল্লাহ ইবনু উমার যখন জানাযার সালাত আদায় করতেন, তখন রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১১৩]

হাদীস নং ৯৬

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : « رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ »

---

১১২. হাদীসটি সহীহ। ইবনু আবূ শাইবা (৩/২৯৬), ইমাম বাইহাকীও (৪/৪৪) এটি আবদুল্লাহ বিন ইদরীস থেকে বর্ণনা করেছেন। নাফি' থেকে আবদুল্লাহ আল উমরীর বর্ণনা সবসময় সালিহ (হাসান)। (তাহযীবুত তাহযীব) তাই এ বর্ণনাটিও হাসান। এ হাদীসটির বহু শাহেদ বিদ্যমান।

১১৩. হাদীসটির সনদ সহীহ। এ বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বা (৩/২৯৭) গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তানের সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আসল কালমি যহিরিয়্যার কপিতে আছে হাদ্দাসানা আহমাদ বিন ইউনুস। যেখানে ভারতীয় কপিতে 'হাদ্দাসানা' শব্দটি 'ক্বালা' শব্দে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আহমাদ বিন ইউনুস থেকে ইমাম বুখারীর হাদীস শোনা সহীহ ও প্রমাণিত।

আবুল ওয়ালীদ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উমার ইবনু আবূ জায়েদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি কায়স বিন আবূ হাযমকে দেখেছি, তিনি জানাযার তাকবীর বললেন, আর প্রতিটি তাকবীরের সময় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন।[১১৪]

হাদীস নং ৯৭

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ يُوْسُفُ الْبَرَاءِ ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ دَهْقَانَ قَالَ : « رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ التَّكْبِيْرَةِ »

মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর আল মুকাদ্দামী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ মা'শার ইউসুফ আল বারা থেকে, তিনি মূসা বিন দিহক্বান থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি আবান বিন উসমানকে দেখেছি, তিনি জানাযার সালাতে ইমামতি করলেন, চারটি তাকবীর দিলেন, আর প্রথম তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন।[১১৫]

হাদীস নং ৯৮

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى ، حَدَّثَنَا أَبُوْ الْغُصْنِ قَالَ : « رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ »

আলী বিন আবদুল্লাহ ও ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, আমাদের নিকট মা'ন বিন ঈসা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবুল গুসন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি

---

১১৪. হাদীসটির সনদ সহীহ। এ বর্ণনাটি মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বা (৩/২৯৬) গ্রন্থেও উমার বিন আবূ যায়েদার সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১১৫. হাদীসটির সনদ যঈফ। মূসা বিন যাহকান হচ্ছে দুর্বল বর্ণনাকারী। দেখুন তাহযীবুত তাহযীব ও অন্যান্য।

বলেন, আমি নাফি‘ বিন যুবায়রকে দেখেছি, তিনি জানাযার প্রতিটি তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।[১১৬]

হাদীস নং ৯৯

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْـنُ مُـسْلِمٍ قَـالَ : سَـمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ : « رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَرْفَـعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ »

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আল ওয়ালীদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আওযাঈকে গাইলান বিন আনাস থেকে বলতে শুনেছি, উমার ইব্‌নু আবদুল আযীয জানাযার প্রতিটি তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।[১১৭]

হাদীস নং ১০০

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : « رَأَيْتُ مَكْحُوْلًا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهَـا أَرْبَعًـا وَيَرْفَـعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ »

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যায়দ বিন হুবাব থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আলা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মাকহূলকে দেখেছি, তিনি জানাযার সালাত আদায়কালে চারটি তাকবীর বললেন, আর প্রতিটি তাকবীরের সময়ই রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন।[১১৮]

---

১১৬. হাদীসটির সনদ হাসান।

১১৭. হাদীসটির সনদ যঈফ। ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ (৩/৪৯৬)ও এটি ইমাম আওযাঈর সনদে বর্ণনা করেছেন। গাইলান বিন আনাস মাজহুলুল হাল বর্ণনাকারী। একদল তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বানও তাকে গ্রহণ করেছেন। কেউই তাকে বিশ্বস্ত (সিকাহ) হিসেবে বিবেচনা করেন নি।

১১৮. হাদীসটির সনদ হাসান।

হাদীস নং ১০১

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : « رَأَيْتُ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ يَمْشِيْ مَعَ جَنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ »

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ মুসআব সালিহ বিন উবাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ওয়াহব বিন মুনাব্বিহকে দেখেছি, তিনি জানাযার (সালাতের জন্য জানাযার) সাথে হেঁটেছেন। তিনি চারটি তাকবীর বললেন, আর প্রতিটি তাকবীরের সময়ই রফ্‌উল ইয়াদায়ন করলেন।[১১৯]

হাদীস নং ১০২

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ « أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ »

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুর রাযযাক থেকে অবহিত হয়েছেন, তিনি মা'মার (বিন রাশিদ) থেকে, তিনি আয যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয যুহরী) জানাযার প্রতিটি তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন।[১২০]

হাদীস নং ১০৩

قَالَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ التَّكْبِيْرَةِ « وَخَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

---

১১৯. হাদীসটির সনদ যঈফ। সালিহ বিন উবাইদ একজন মাজহুলুল হাল বর্ণনাকারী। একথা কেউ গ্রহণ করেন নি যে, ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম আবূ হাতিম আর রাযী ও ইমাম যাহাবী তাকে মাজহুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

১২০. হাদীসটির সনদ সহীহ। এ বর্ণনাটি মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২/৪৬৯) গ্রন্থে ভিন্ন শব্দে এসেছে। ইমাম আবদুর রাযযাক বলেন, ... জুযউ রফইল ইয়াদায়নের উভয় কপি ও মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকের শব্দ, সবগুলো সহীহ। আল হামদু লিল্লাহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما . قَالَ الْبُخَارِيُّ : « وَحَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْه.

ওয়াকী' বলেছেন, তিনি সুফইয়ান (আস সাওরী) হাম্মাদ (আবূ সুলাইমান) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি ইবরাহীম (আন নাখঈ)কে (রফ্‌উল ইয়াদায়ন সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, প্রথম (সালাত শুরুর) তাকবীরের সময় রফ্‌উল ইয়াদায়ন করবে। আর মুহাম্মাদ বিন জাবির তার (সুফইয়ান আস সাওরীর) বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন নিশ্চয় আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন না। [১২১]

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণের নিকট সুফইয়ান সওরীর হাদীস অধিক বিশুদ্ধ (মুহাম্মাদ বিন জাবির এর মত দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসের চেয়ে)। সুফইয়ান আস সাওরী কর্তৃক উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নাবী (ﷺ) সূত্রে একাধিক সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি (ﷺ) রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলী (আল মাদীনী) বলেন, আমি আমার সকল উসতাদকে দেখেছি, তারা সালাতে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন। ইমাম বুখারী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সুফইয়ান (আস সাওরী)ও কি রফ্‌উল ইয়াদায়ন করতেন? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ।

ইমাম বুখারী বলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন, আমি মু'তামার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আবদুর রহমান ও ইসমাঈলকে দেখেছি, তারা

---

১২১. হাদীসটি যঈফ। এর বর্ণনাকারী সুফইয়ান আস সাওরী। যিনি একজন চমৎকার ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন মুদাল্লিস। তার হাদীস শ্রবণের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

সকলেই রুকূ‘র সময় ও রুকূ‘ থেকে মাথা উঠিয়ে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।[১২২]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، قَالَ : " كَانَ الْحَسَنُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ

আলী বিন আবদুল্লাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু আবূ আদী থেকে, তিনি আল আস‘আস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল হাসান (আল বাসরী) জানাযার প্রতিটি তাকবীরে রফ্‌উল ইয়াদায়ন করেছেন।[১২৩]

জুযউ রফইল ইয়াদায়ন গ্রন্থটি এখানেই সমাপ্ত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী (ﷺ) এর উপর ও তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ, তাবেঈগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যত মুমিন মুসলিম আসবে তাদের উপর।

এ গ্রন্থের কপিটি গ্রহণ করা হয়েছে, ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.)'র একটি পত্র থেকে। নাসিখ বলেন, আমি দেখেছি এ লেখাটি ইবনু হাজার নামে পরিচিত আবুল ফযল আহমাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আসকালানী (রহ.)'র লেখা একটি পত্রের শেষাংশ।

আল হামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ফযল ও করমে আমি আল মাসরূর ১৪৩৪ হিজরীর ১৫ই রমাযান (২৫শে জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী) সকাল ৭ টা ৩৬ মিনিটে এ গ্রন্থটির অনুবাদ কর্মটি শেষ করলাম।

---

১২২. হাদীসটি সহীহ। এই সবগুলো আসারের সনদ সহীহ।

১২৩. হাদীসটি সহীহ।